প্রেমানন্দ-কাব্য।

আনন্দচন্দ্রমিত্র-বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩।

ভূমিকা।

আমার রচিত ভক্তি ও বৈরাগ্য-উদ্দীপক গীত ও কবিতা-গুলির কতক প্রকাশিত হইয়াছে, কতক প্রকাশিত হয় নাই যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা স্থানে রহিয়াছে। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঐ শ্রেণীর সমস্ত কবিত ও গীত একত্র করিয়া প্রেমানন্দকাব্য নামে প্রচার করিলাম। এই সকল কবিতা ও গীত-দ্বারা যদি লোকের ভগবৎপ্রেম উদ্দীপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ সহায়তাও হয়, পুস্তকের প্রচার সার্থক হইবে। আর একটী কথা বলিলেই বক্তব্য শেষ হয়। কোন ধর্ম্মোৎসব বা ধর্ম্মানুষ্ঠান-উপলক্ষে সকল সম্প্রদায়ের লোকে ব্যবহার করিতে পারে, এমন কোন কাব্য এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই। আশা করি, প্রেমানন্দ কাব্য সেই অভাবও কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে পারিবে।

১লা মাঘ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমানন্দ-কাব্য।

ভগবদ্বন্দনা।

প্রণমামি পূর্ণব্রহ্ম পরম কারণ,
পরাৎপর সারাৎসার সত্য সনাতন;
পরম মঙ্গলালয় অদ্বিতীয় স্বামি,
অনন্ত মহিমা তব কি কহিব আমি?
যুগেযুগে দেশেদেশে করিলে প্রচার
জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য আর মহিমা অপার!
পতিতপাবন হরি, পাপী উদ্ধারিতে
করিলে কতই লীলা এই পৃথিবীতে!
দয়াময় পিতা তুমি স্নেহময়ী মাতা,
চিরসখা চিন্তামণি সুখমোক্ষদাতা;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু অগতির গতি,
অহেতুকী-কৃপাময় অখিলের পতি;
করহ সুগতি সৎ-চিদানন্দ হরে,
প্রেমানন্দ তব পদে প্রণিপাত করে!

সাধু-বন্দনা।

জগতের সাধু যত হইলেন আবির্ভূত,
ভগবৎ-কৃপার বিধানে,
প্রেমানন্দ সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে
প্রণময়ে তাঁদের চরণে।
ব্রহ্মকৃপা-পরকাশে সাধুর হৃদয়াকাশে
প্রেমচন্দ্র হয়ে সমুদিত,
অমৃতকিরণদানে তরায জগত-জনে,
মৃতপ্রাণ করে সঞ্জীবিত;
সাধুর মাহাত্ম্য যত, এক মুখে কব কত ?
জানে ভাল ভক্তি-অধিকারী;
আমি মূঢ় পাপমতি, না জানি ভকতি-প্রীতি,
সাধুর বালাই লয়ে মরি।
হবে মোর চিত্ত শুদ্ধ, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ,
নিত্যানন্দ, কংফুচে, কবীর,
ঈশা, মুশা, মহম্মদ শিরে যদি দেন পদ,
অতুল সম্পদ অবনীর।
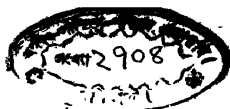
মহাপ্রেম।

প্রেমময় হে, তোমার প্রেমে
নৃত্য করে ত্রিভুবন,
তোমার প্রেমে ছুটে বেড়ায়
রবি-শশী-গ্রহগণ ;
তোমার প্রেমে মত্ত হযে
বায়ু বহে দশ দিকে,
তোমার প্রেমে লতার কোলে
কুসুম হাসে পুলকে ;
মায়ের স্নেহ, সতীর প্রেম,
ভাইভগিনীর ভালবাসা,
তোমার প্রেমের আভাস এ সব,
বাড়ায় কেবল প্রেম-পিপাসা ;
জীবন-মরণ-যৌবন-জরা
সবই তোমার প্রেমের লীলা,
প্রেম-নগরে বসে তুমি
কর কেবল প্রেমের খেলা।
ধূলার-চাইতে অধম আমি,
আমি তোমার কেবা হই ?

আমায় কেন ডাকছ তুমি ?
ভেবে অবাক্ হয়ে রই !
না জানি কি লুকাইয়ে
প্রাণের মাঝে রেখেছ,
প্রাণটী আমার নেবে বলে
এমনি করে ডেকেছ ;
ছুটে যায় প্রাণ তোমার পানে,
কোথা যাবে জানে না,
ধায় নদী সিন্ধুপানে
কোন বাধা মানে না !
বড় আশা, প্রেমময় হে,
এক দিন আমি তোমায় পাব,
প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিয়ে এই
প্রেমপিপাসা মিটাইব ;
এস তবে প্রেমালোকে
প্রেমের পথে নিয়ে চল,
কি বলিয়ে ডাকলে তোমায়
প্রাণের আবেগ মিটবে বল ?
প্রাণনাথ, প্রাণারাম,
প্রাণের প্রাণ, এস এস,
প্রাণের আবেগ সইতে নারি,
প্রাণটী আমার ধরে বসো !

প্রেমনয়নে নয়ন দিয়ে
চরণতলে পড়ে থাকি,
মনের সাধে প্রাণটী খুলে
প্রেমময় হে, তোমায় ডাকি;
প্রেমময় হে, তোমায় ডেকে
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাক,
প্রেমময় হে, নামটী তোমার
কণ্ঠে আমার লেগে থাক!
প্রেমময় হে, তোমার ইচ্ছা
পূর্ণ হোক্ এ পাপজীবনে,
প্রেমানন্দের এই মিনতি,
রেখ তারে শ্রীচরণে!

অমৃতবাণী।

১

কে তুমি ওমন করে, ডাকিছ মধুর স্বরে ?
শুনিয়া অমৃতবাণী প্রাণ যে কেমন করে !
দিবানিশি সঙ্গে মম অন্তর-বাহিরময়,
লুকায়ে রয়েছ তবু, নাহি দাও পরিচয় !
নিঃশব্দে কহিছ কথা, শুনিতে না পাই কাণে,
স্বপন-সংগীত-সম নিয়ত জাগিছে প্রাণে ;
এমন মধুর বোল শুনি নাই এ সংসারে,
শুনিযা তোমার বাণী ভুলে যাই আপনারে !

২

নীরব নিশীথে যবে বাতায়ন-পথে চাই,
নির্ব্বাক তারকা-মুখে সে কথা শুনিতে পাই ;
নগরের রাজপথে দিবসের কোলাহলে,
অবিরাম জনস্রোতে কে যেন সে কথা বলে ;
জননীর কোলে যবে শিশু করে স্তন পান,
করেন জননী তার নয়নে নয়ন দান,
তখন সেখানে শুনি তোমার অমৃতবাণী,
আবেগে আকুল প্রাণ কেন হয় নাহি জানি !

পতিশোকে উঠে যবে সতীর ক্রন্দন-ধ্বনি,
তাতেও শুনিতে পাই তোমার সে মহাবাণী;
বাহিরে তোমার কথা অন্তরীক্ষে, জলেস্থলে,
অন্তরে তোমার কথা মরমের অন্তস্তলে!

৩

বুঝিলাম, এ জগতে তুমি কারো নও "পর,"
জীবন হ'তেও তুমি জীবনের প্রিয়তর;
বিশ্বরূপ বিশ্বাধার, তুমি এ বিশ্বের পতি,
এ বিশ্বের অবিরত তব অভিমুখে গতি;
ইহলোক পরলোক তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত,
তুমি মূল, তুমি প্রাণ, তোমাতেই সঞ্জীবিত;
তুমি রাখিয়াছ সবে তোমার অমৃত কোলে,
তুমি ডাকিতেছ সবে "আয়, আয়, আয়!" বলে।

৪

ওই যে তোমার বাণী শুনিতেছি বিশ্বময়,
হইবে অনন্ত কাল তোমারি প্রেমের জয়;
"আয় পাপি আয়!" বলে ডাকিছ মধুর স্বরে,
"রোগ-শোক-পাপ-তাপ সংসারের ধূলা ঝেড়ে,
আমারি সন্তান তোরা আমাতেই হবে গতি,
আমারি অধীন হওয়া জীবনের পরিণতি;
আমারি করুণা-গুণে অমৃতের অধিকারী,
প্রেমধামে আয় জীব, আয় সবে ত্বরা করি।"

৫

বুঝিলাম বিশ্বমাতা, তোমার প্রেমের লীলা!
খেলিয়া ভবের খেলা অবসান হলো বেলা;
এখন ছুটিছে প্রাণ তোমার অমৃত কোলে,
ফেলিতেতো পারিবে না দীন দুঃখী পাপী ব'লে।
করেছি অনেক পাপ, তবু কিন্তু নাই ভয়,
নিশ্চয় হইবে জানি তোমার প্রেমের জয়;
হরিবে সকল দুঃখ মা তোমার ভালবাসা,
যাইব অমৃতধামে, প্রেমানন্দের এই আশা।

আকাঙ্ক্ষা।

১

একটী আকাঙ্ক্ষা মম হৃদয় ভরিয়ে আছে,
কহিতে সরে না মুখে সংসারে লোকের কাছে;
কহিলেই কেন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে যায়,
লজ্জাবতী-লতাসম লুকায়ে থাকিতে চায়;
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তবু মরমে পুষিয়া আহা,
কত সুখ জাগে প্রাণে, কহিতে না পারি তাহা!
মনের মানুষ মম পৃথিবীতে আছে যেই,
বোবার স্বপন-সম সে কথা বুঝিবে সেই।

(২)

আসিয়া ভবের হাটে, খেলিযা মায়ার খেলা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া হায়, অবসান হলো বেলা ;
দিন গেল, সন্ধ্যা হলো, হেথা কেউ কারো নয,
স্বপন-সংযোগে যেন ক্ষণেকের পরিচয়।
মাটির খেলনা লয়ে অবোধ শিশুর মত
গড়িলাম, ভাঙ্গিলাম, কাঁদিলাম অবিরত।
তথাপি খেলার নেশা ছুটিল না এ, কি দায,
মিটিল না এ জীবনে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হায়।

(৩)

আছে ঐ নিত্যধাম সংসারের পর পারে,
সকলি প্রকৃত সেথা, প্রতারণা নাহি করে ;
নরনারী একপ্রাণে নিত্য প্রেমে বাঁধা তথা,
অন্তরীক্ষে সোমসূর্য্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে যথা ;
জরামৃত্যু, সুখদুঃখ সে প্রেমের অভিনয,
প্রেমে নিমজ্জিত সব, কেবলি প্রেমের জয়।
সেই দেশে যেয়ে যদি ভুলে যাই আপনারে,
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মোর তা হ'লে মিটিতে পারে।

(৪)

কোথা তুমি, বিশ্বপতি, কৃপাসিন্ধু প্রেমময়,
পরিণামে হবে প্রভু, তোমারি প্রেমের জয় ;

তৃষিত চাতকসম আছি তাই আশা করে,
জুড়াইব দগ্ধ প্রাণ তব প্রেমঘন-নীরে।
নরনারী পূতমনে আনন্দে করিব কেলি,
ডাকিব মধুর কণ্ঠে "ভাই ভাই ভাই" বলি।
নরসেবা-ব্রত লয়ে নিত্য সুখে সুখী হব,
দেহ ভিক্ষা প্রেমানন্দে, মনসাধ পূরাইব।

শান্তি কোথা আছে আর ?

অন্ধকারে বেলাভূমে প্রহারি তরঙ্গচয়,
বিদারি তটিনীতট ক্রমে ক্রমে করে ক্ষয় ;
তেমতি মরমে সদা লাগি বিষাদের ঢেউ,
আঁধারে ঝুরিছে প্রাণ, বাহিরে না দেখে কেউ।
কারে বা কহিব হায় মরমের এই ব্যথা ?
কে আছে ব্যথার ব্যথী, বুঝিবে দুঃখের কথা ?
উন্মত্ত উদাসীসম প্রাণ করে আইঢাই।
কেমনে জুড়াবো হিয়া, শান্তি কোথা আছে ভাই ?

(২)

এ জীবন-মরুভূমে তৃষিত পথিকসম,
মিটিল না, মিটিল না প্রাণের পিয়াস মম।

সংসার সুখের ধাম, শুনি সদা লোকে কয়,
কেবল আমারি তরে ও কথা কি ঠিক নয় ?
মৃগপক্ষী, তরুলতা সকলি আনন্দে ভরা,
বহিছে সুখের স্রোত, সুখময় বসুন্ধরা ;
কাননে হাসিছে ফুল, আকাশে হাসিছে তারা,
কেবল আমিই কাঁদি, আমি শুধু শান্তিহারা ।

(৩)

ধনজন, বুদ্ধিবল সকলি আমার আছে,
ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব, খ্যাতি চাহিনা লোকের কাছে ।
এক মুঠো মোটা ভাতে, মোটা স্নেহমমতায়
পেট ভরে, প্রাণ ভরে, সুখে দিন চলে যায় ;
কল্পনা, কবিত্ব, ভাষা সুখের সহায় হয়ে,
কত নব নব বাক্যে কত দিন যায় লযে ;
কাঁঙালের মত কেঁদে তবু কেন হই সারা ?
কোথা শান্তি আছে বল ? আমি হায় শান্তিহারা ।

(৪)

বাহিরের জীব হয়ে যখন বাহিরে রই,
লোকের হাসিতে হাসি, কথা শুনে কথা কই ;
সকলের সঙ্গে মিলে খেলার পুতুল সাজি,
মায়ার কুহকে ভুলে করি সবে ছায়াবাজি ;

ক্ষণেকের তরে যেন স্বপনের সুখ পাই,
ভুলিয়া প্রকৃত কথা, এ যাতনা ভুলে যাই;
চকিতে জাগিলে হায়, দুনয়নে বহে ধারা,
শান্তি নাই শান্তি নাই, প্রাণ মোর শান্তিহারা!

৫

প্রেমানন্দ বলে মন, কোথা শান্তি পাবি বল?
সাধনেব ধন সে যে, শান্তি কি গাছের ফল?
অসাধনে অযতনে হেলায কাটিছে কাল,
হাসিলি কাঁদিলি কত, ছিঁড়িল না মায়াজাল!
শান্তির নিলয় সেই সত্য শিব সনাতন,
বিশ্বাস-নয়ন মেলি কর তাঁরে দরশন;
অচ্যুত আনন্দ-ধাম অমৃতের পারাবার
শান্তির আলয় ছাড়ি, শান্তি কোথা আছে আর?

তুমি ভরসা আমার।*

তুমি পিতামাতা সুহৃদ্ সহায়,
তুমিই সংসারে এনেছ আমায়;
তুমি অন্নদাতা, তুমি প্রভু পাতা,
তোমাসম বন্ধু কে আছে আমার ?

তব কৃপা মম অক্ষয় সম্বল,
তোমারি করুণা জ্ঞানবুদ্ধিবল;
তুমি প্রাণসখা, প্রাণাধার তুমি,
তুমিই "আমার" আমি হে "তোমার"।

জীবনের পথে বিশাল প্রান্তরে,
পথ দেখাইয়া চলেছ আমারে;
হ'য়ে তোমাছাড়া, হ'লে পথহারা,
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ডাক বারম্বার।

সংসারসাগরে প্রবল তরঙ্গে,
ভবের কাণ্ডারি, থাক সদা সঙ্গে;
না দেও ডুবিতে, না দেও মরিতে,
জীবন-তরণী চরণ তোমার।

* একতালা তালে, ও আলাইয়া রাগিণীতে এই কবিতাটী গাওয়া যায়।

তুমি বিশ্বপতি, তব রাজ্যে থাকি,
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তোমারেই ডাকি ;
দূরে কি নিকটে, হেরি বিশ্ব-পটে
পূর্ণব্রহ্ম-রূপ প্রেমের-অবতার।

ছাড়িয়াও তোমায় পারি না ছাড়িতে,
তব প্রেমস্রোত নারি নিবারিতে ;
অন্তরে বাহিরে তুমি আছ ঘেরে,
আমি বিন্দু, নাথ, তুমি পাবাবার।

তুমি মহেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান,
ক্ষীণপ্রাণ আমি পতঙ্গ-সমান ;
তুমিই আশ্রয়, তুমি প্রাণ-বায়ু,
তোমাতেই জীবিত, তোমাতেই বিহার।

তুমি কল্পতরু আমি অকিঞ্চন,
দীন আমি, তুমি দারিদ্র্যভঞ্জন ;
আমি পাপী, তুমি পতিত-পাবন,
তুমিই লয়েছ জীবনের ভার।

ইচ্ছাময়, তব ইচ্ছার বিকাশ
এ জগতে যত সৃষ্টিস্থিতিনাশ ;
লীলাময় তুমি, তব লীলা হেরি,
বহে দুনয়নে প্রেম-অশ্রুধার।

বরাভয়দাতা, তোমার স্মরণে
কি ভয় বিপদে, কি ভয় মরণে ?
তুমি যদি থাক হৃদয়-আসনে,
চিরশান্তিময় হয় এ সংসার।

কি করিবে বল রোগশোকপাপে ?
কি করিবে বল শত মনস্তাপে ?
সন্তাপহরণ মহামূল্য ধন,
অক্ষয় কবচ নাম যে তোমার।

জেনেছি জেনেছি ওহে বিশ্বপতি,
তোমাতেই স্থিতি, তোমাতেই গতি ;
অনন্ত ঈশ্বর, নহ "স্বতন্তর,"
দিয়াছ সন্তানে এই অধিকার।

আপনার প্রেমে আবদ্ধ আপনি,
পিতা, মাতা, সখা, সকলিতো তুমি ;
তুমিই বিধাতা, তুমি নেতা পাতা ;
প্রেমানন্দে রাখ চরণে তোমার।

দয়াঘন। *

দয়াঘন, পরকাশো হৃদয-আকাশে।
হেরি তব মাধুরী, পাপ-সন্তাপ-শোক
পাসরিব তব সহবাসে।

নিদাঘে দারুণ দাহে, তৃষিত তাপিত অতি
চাতকী তো মরে না পিয়াসে ;
তোমার কৃপায জীব অনন্ত জীবন লভে,
জীবন ধরি হে এই আশে।

সংশয-তিমিরে প্রভু, চবণ চলে না যবে,
তোমা হতে জ্যোতি পরকাশে ;
তোমার পবিত্র-জ্যোতি পথ দেখাইয়া জীবে
লয়ে যায় অমৃত-নিবাসে।

হেরি তব নব বেশ, অরূপ রূপের ছটা
শিখিসম তনুমন হাসে ;
শান্তিসমীরণ সহ তব বারি বরষণে,
আনন্দ-সাগর-নীরে ভাসে।

---

* আশা রাগিণী, ও ঠুংরি তালে এই কবিতাটি গাওয়া যায়।—

তোমার অমৃতকণা, শত ইন্দ্রধনু-শোভা
বিরচয়ে সাধুর মানসে ;
তোমার শাসন-বাণী, অশনি-নিনাদ-সম,
পাষণ্ড কাঁপয়ে শুনি ত্রাসে।

তোমার করুণা-বারি জীবনসম্বল যার,
যে জন তোমারে ভাসবাসে ;
শোকতাপ ঘুচে তার, শত বাধা দুর্নিবার
পার হয় সেই অনায়াসে।

বিরহ-নিদাঘ-জ্বালা বিদূরীত কর প্রভু,
সাজাও প্রকৃতি নব বেশে ;
পুণ্যের প্রসূণরাশি, জীবনকাননে মম,
ফুটাইয়া, মাতাও সুবাসে।

অপার করুণাকর, দয়াঘন তুমি নাথ,
পূরাও পূরাও অভিলাষে ;
প্রেমানন্দ করযোড়ে মাগে বরাভয় দান,
চরণে রাখহ এই দাসে।

আমিতো একাকী নই।

(১)

"একাকী এসেছি ভবে, একাকীই যেতে হবে,"
এ কথাতো ঠিক নয়, তবে কেন বলে সবে ?
সমুদ্রে থাকিযা কেহ মরে যদি পিপাসায,
সেই বলে এই কথা , কথায় কি এসে যায ?
সোমসূর্য্য-গ্রহতারা-গিরিসিন্ধু-বনস্থলে,
দেহমন-প্রাণ কিবা অন্তরের অন্তস্তলে,
যখন যে দিকে চাই, যখন যেখানে যাই,
জীবনের সঙ্গী যেই, তাহারে দেখিতে পাই ;
লোকমধ্যে লোকনাথ, বনে বনমালী সেই,
বিশ্বরূপ বিশ্বাধার, সত্বার বিরাম নেই।
সজনে বিজনে নিত্য জীবনের সঙ্গী ঐ,
কে বলে একাকী আমি ? আমিতো একাকী নই।

(২)

সাগরে বুদ্বুদ যথা, অরুণে কিরণ-রেখা,
তাহারই অঙ্গুলি-পরে চরাচর দেয় দেখা ;
সে থাকিলে আমি থাকি, তা ছাড়া থাকিতে নারি,
তাহারই কৃপায় আমি অমৃতের অধিকারী ;

সে মোর আঁখির আঁখি, সেই মম বুদ্ধিবল,
সেইতো প্রাণেব প্রাণ, সেইতো ভরসাস্থল।
অযাচিতে অনুদিন শযনেস্বপনে সখা,
সে আমাব, আমি তাব, আমি কভু নই একা।
পাপীব চরম গতি পরম করুণাময,
তাঁহারি অমৃত-ক্রোড়ে জগৎ ঘুমাযে রয়।
তাঁহারি আশ্রিত আমি, তাঁহারি চরণে রই,
কে বলে একাকী আমি? আমি তো একাকী নই।

(৩)

সবল সুকৃতি-পথে যে সমযে থাকি আমি,
সুবসন্ত জাগে প্রাণে, তখন প্রাণের স্বামী
পূর্ণ সুধাকরসম বিরাজে এ চিদাকাশে,
পরাণ-চকোব মম আনন্দসাগরে ভাসে।
কুক্ষণে কুবুদ্ধিবশে পডি যবে মোহাধাঁরে,
পাপেব তরঙ্গাঘাতে প্রাণ কাঁদে হাহাকারে।
আশার আলোক হয়ে করে সে অভয় দান,
শুনাযে আশ্বাসবাণী সঞ্জীবিত করে প্রাণ।
জীবনের ধ্রুবতারা আমার সম্মুখে ঐ,
কে বলে একাকী আমি? আমিতো একাকী নই।

(৪)

জানি আমি, এ সংসারে সকলি পাইবে-লয়,
দারাপুত্র-পরিবার কেহই কাহারও নয়;

মরীচিকা-সম সব দুদিনে ফুরায়ে যাবে,
"তোমার আমার" কথা সকলি বিলয় পাবে,
দেহগেহ, ধনজন সকলি ছাড়িতে হবে ;
আমার কিসের ভয় ? একাকীতো নই ভবে।
জননীর কোলে বসে আসিয়াছি এ সংসারে,
জননীর কোলে শুয়ে চলে যাব পর পারে ;
জীবনে মরণে আমি জানিনা জননী বই,
কে বলে একাকী আমি ? আমিতো একাকী নই।

মাতৃপূজা-মহোৎসব।

(১)

শরতের সুনির্ম্মল সুনীল আকাশে
সুবিমল সুধাকর কেন এত হাসে ?
নিঃশব্দে তারকাবলী ও কি গীত গায় ?
উৎফুল্ল নয়নে কেন মুখপানে চায় ?
অদৃশ্য কাদম্বকুল সুদূর অম্বরে
গভীর দুন্দভিধ্বনি কেন হেন করে ?
প্রেমাবেশে কেন ঝরে শেফালিকাফুল,
লুঠায় ধরণীতলে আনন্দে আকুল ?

শীতল সমীর বহে সৌরভ-সম্ভার,
প্রাণে প্রাণে কহে একি শুভ সমাচার।
কেন এ আনন্দাবেগ—এ কোন্ উৎসব,
পুলকিত আশান্বিত বিহঙ্গ মানব ?

(২)

মৃদুল তরঙ্গ-রঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
চলিয়াছে স্রোতস্বতী সংগীত গাইয়া ;
ভাসাযে তরণী তাহে আনন্দঅন্তরে
পথিক আকুলপ্রাণ চলিয়াছে ঘরে ;
দিনশেষে শিশু যথা মাতৃক্রোড়ে ধায়,
তেমতি সকলে আজি চলেছে কোথায় ?
ভাসায়ে জীবন-তরী কালনদী-জলে
আমিও চলেছি যথা চলেছে সকলে ;
শারদ নক্ষত্রজ্যোতিঃ দিয়াছে আমায়
দেবদৃষ্টি, অতি দূরে ও কি দেখা যায় ?
পৃথিবীর পর পারে আনন্দের রোল
শুনিয়া, হৃদয়মন হতেছে আকুল!

(৩)

ঐ যে আনন্দধাম সম্মুখে আমার,
কোটিচন্দ্র-দিবাকর শোভা করে তার।

বসেছেন বিশ্বমাতা উৎসব-আগারে
অনন্ত অরূপ রূপে দিক্ আলো করে;
আনন্দময়ীর কোটি সন্তানসন্ততি
গাইছে বন্দনা তাঁর, করিছে আরতি;
গাইছে বাল্মীকি, ব্যাস, ভার্জ্জিল, হোমার,
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, সঙ্গমিত্রা আর
ঈশা, মুশা, মহম্মদ, কংফুচ, কবীর,
জনক, শনক, শুক, নানক, সুধীর;
মাতৃপূজা মহোৎসবে মত্ত দেবগণ,
দাস প্রেমানন্দ বন্দে মায়ের চরণ।

তাপিত হৃদয় মোর!

(১)

শুষ্ক মরুভূমিসম তাপিত হৃদয় মোর,
পাপের ধূলায় যেন দিবসে তামসী ঘোর!
অশান্তির সমীরণ অনলপ্রবাহ-প্রায়
পুড়িতেছে দেহমন, বক্ষস্থল ফেটে যায়;
পিপাসায় প্রাণ যায়, এক বিন্দু বারি বিনে!
কে করিবে পরিত্রাণ, কে রাখিবে এ দুর্দ্দিনে?

কোথায় আশ্রয় পাই, বল বল বন্ধু তুমি,
দেখাইছ দূরে যাহা, ঐ কি সে বন্ধুভূমি ?

(২)

আশায় করিয়া ভর প্রাণ তো মানে না আর,
মৃগতৃষ্ণিকার ছলে ঠকিয়াছি বার বার।
শুষ্কতা-নিদাঘ-দাহে এ দারুণ মরুস্থলে,
নাহি কোথা ওয়েসিস্ সুশোভিত ফুলফলে।
ফেটে যায় মনপ্রাণ, কি করি কোথায় যাই,
ঘুচাতে প্রাণের জ্বালা এ জগতে কিছু নাই।
যতক্ষণ রহিয়াছে এ হৃদয় মরুস্থল,
সাধুসঙ্গ শাস্ত্রালাপ করিয়া কি হবে ফল ?

(৩)

জল প্লাবনের কথা শুনিয়া লোকের মুখে,
তৃষিত তাপিত কভু থাকিতে কি পারে সুখে ?
শোন শোন ওহে বন্ধু, বন্ধু যদি কেহ থাক,
তৃষিত চাতকসম আকাশে চাহিয়া ডাক ;
বহিলে কৃপার বায়ু সুশীতল হবে প্রাণ,
দয়াঘন-বরষণে হবে দুঃখ-অবসান ;
পার্থিব কৌশলে কিছু এ যাতনা ঘুচিবে না,
স্বরগের বারি বিনে প্রেমানন্দ বাঁচিবে না।

কৃপাময়ী মা আমার।

(১)

কৃপাময়ী মা আমার, এ জগৎ সাক্ষী তার,
রবিশশী দিবানিশি বরষে করুণাধার;
ফল-পুষ্প-তরু-লতা-জল-স্থল-সমীরণ,
গিরিসিন্ধু-বনস্থলী, দেহমন, পরিজন,
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ সে কৃপার অভিনয়,
সকলি কৃপার ফল, কৃপা বই কিছু নয়;
অগাধ সাগর জলে ডুবে যথা থাকে মীন,
করুণার পারাবারে ডুবে আছি অনুদিন।

(২)

স্থূল দেহে স্থূল বুদ্ধি, স্থূল আঁখি, স্থূল জ্ঞান,
জীবনরহস্য হেরি বৃথা করে অনুমান;
অজ্ঞান বিজ্ঞানবাদী, অন্ধ ষড় দরশন,
কৃপাই পরশমণি, কৃপাই পরম ধন।
আদিতে অনাদি কৃপা অহেতুকী অযাচিত,
অন্তেতে অনন্ত কৃপা অক্ষয় অপরাজিত;
কৃপাই কারণ-কার্য্য, কৃপা বই কিছু নয়,
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্! কেবলি কৃপার জয়!

(৩)

দরিদ্র দুর্ব্বল আমি পাপভাবে ভারাক্রান্ত,
বন্ধুর সংসার-পথে হয়ে অতি পথশ্রান্ত,
জেনেছি জেনেছি এবে মায়ের কৃপাই সার,
রোগে শোকে পাপে তাপে নাহি কিছু ভয় আর ;
কৃপার ভিখারী আমি, জননীর কৃপাধীন,
কৃপাকল্পতরুতলে বসে আছি দীন হীন ;
কৃপাময়ী মা আমার, তাঁহারই করুণা-বলে
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মিলিবে সে তরুতলে।

প্রেমাঞ্জন।

প্রেমময় হে, যে দিন তুমি
প্রাণে দিলে দরশন,
জ্ঞানের চোকে আপন হাতে
মেখে দিলে প্রেমাঞ্জন,
সে দিন থেকে যেখানে যাই,
যথায় থাকি দিবানিশি
জগন্ময় তোমায় দেখি,
রূপের সাগরে ভাসি ;

কি অপরূপ রূপ যে তোমার
নয়ন-মনে লেগেই আছে,
ব্রহ্মাণ্ডময় রূপের ছটা,
দশ দিকেতে আগে পাছে।
মুদে আঁখি যখন থাকি,
দেখি সে ঘোর অন্ধকারে—
গভীর তোমার রূপের সাগর
আছে বিশ্ব গ্রাস করে,
অন্তরীক্ষে তোমার ঐ রূপ
অনন্ত নীলিমাময়,
নক্ষত্রে বিকীর্ণ আছে
রূপ তব জ্যোতির্ম্ময়,
কাননে তোমার রূপ
লতাপুষ্পে সুকোমল,
প্রান্তরে তোমার রূপ
ঢেকে আছে ধরাতল,
অনলে তোমার রূপ
দীপ্তিময় সমুজ্জ্বল,
সলিলে তোমার রূপ
শান্তিময় সুশীতল;
উৎসবে আনন্দালয়ে
রূপ তব জগদ্ব্যাপ্ত,

শ্মশানে, সূতিকাগারে
রূপ তব জগদ্ধাত্রী;
সুস্বর শ্রবণে কিম্বা
সুগন্ধ নাসায় লাগে,
তোমার মধুর রূপ
অমনি অন্তরে জাগে;
তোমারই রূপের ছটা
শিশুর সরল হাসি,
তোমারই রূপেব ছটা
যৌবনের রূপরাশি;
তোমারই রূপের প্রভা
প্রবীণের বুদ্ধি-জ্ঞান,
তব প্রেমে মুগ্ধ হয়ে
বিশ্ব করে প্রেমগান;
বিমোহিত মন-আঁখি
হেরি রূপ অভিরাম,
প্রাণরাজ্যে আছ তুমি
হয়ে মম প্রাণারাম;
বিশ্বরূপ, প্রেমরূপ
প্রেমানন্দ সদাই দেখি,
প্রেমময় বলে ডাকি,
প্রেম-সাগরে ডুবে থাকি।

কোথা যাব আর ?

সজনে নির্জ্জনে, গৃহে কিম্বা বনে,
দিনে কি নিশীথে, জাগ্রতে স্বপনে,
যেই ভাবে আমি যেখানেই বই,
তোমাবি চবণে, তোমারি শরণে
আছি সদা আমি জীবনে মরণে,
তোমা হতে আমি দূবে কভু নই।

এ অনন্ত বিশ্বে তব অধিকার,
চন্দ্র সূর্য্য-তারা সকলি তোমার,
অতুল মহিমা, করুণা অপার।
দিগ্‌দিগন্তবে লোকলোকান্তরে
রাখিযাছ তুমি প্রসাবিত ক'রে
তব ক্রোড়, আমি কোথা যাব আর ?

জরাযু-শয্যায অথবা শ্মশানে,
কারাগারে কিবা রত্নসিংহাসনে,
হযে আছ তুমি করুণা-রূপিণী ;
সুখদুঃখাতীত মঙ্গল-সাধনে

করুণার হাতে কর অনুক্ষণ,
তোমা ছেড়ে কোথা যাইগো জননি ?

ভূত-ভবিষ্যৎ কিবা বর্ত্তমান,
তোমার নিকটে সকলি সমান,
সর্ব্বদর্শী তুমি সকল সময়ে ;
কল্পনার পথে দূর ভবিষ্যতে,
কিম্বা পুরাবৃত্তে প্রাচীন কালেতে,
সর্ব্বত্রই তুমি আছ সাক্ষী হয়ে।

সাধুসঙ্গে তুমি বদনমণ্ডলে,
পাপীসঙ্গে সদা থাক অন্তরালে,
পুণ্যময় তুমি পাপবিনাশন ;
পুণ্যপথে নেতা তুমি পরিত্রাতা,
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, মঙ্গলবিধাতা,
সাধুর সহায়, লজ্জানিবারণ।

সুখাদ্য-ভক্ষণে, সুস্বর-শ্রবণে,
সদালাপে কিম্বা সুখ-সম্মিলনে,
তৃপ্তিহেতু-রূপে নিরখি তোমারে ;
রোগ, শোক আর দারিদ্র্য যখন
করে অভিভূত, ভাঙ্গে প্রাণ মন,
শান্তিদাতা বলে ডাকি বারে বারে।

উষাব আলোক, সন্ধ্যাসমীরণ,
নীরব নিশীথে বিহঙ্গ নিস্বন
বিহ্বল করিয়া লয়ে যায় যথা,
(ভুলে যাই এই বিশ্ব চরাচর,
নাহি থাকে মনে মানব অমর,)
তখনও যে দেখি, তুমি আছ তথা।

তুমি আছ তথা অনন্ত হইয়ে,
শত সৌরলোক নখাগ্রে লইয়ে,
স্তব্ধ বাক্যমন, না হয ধারণা।
সেখানেও তব অমৃত প্রকাশ
প্রাণের মাঝারে মধুর আশ্বাস,
সেখানেও তুমি আমারে ছাড়না।

বাহিরে তোমার হেরি বিশ্বরূপ,
তোমারি প্রকাশ শব্দ গন্ধ রূপ,
একমাত্র তুমি সর্ব্বমূলাধার,
প্রাণারাম তুমি, তুমি প্রাণাধার,
তোমার মতন কেবা আপনার ?
তোমা ছেড়ে আমি কোথা যাব আর ?

ওহে বিশ্বেশ্বর, প্রাণের ঈশ্বর,
নহ তুমি দূর, নহ তুমি পর,

তোমাতে নির্ভর ভরসা আমার ;
তোমারেই দেখি, তোমারেই ডাকি,
তোমারি চরণে মগ্ন হয়ে থাকি,
প্রেমানন্দ বল, কোথা যাবে আর ?

মহোৎসবের বোধন।

কে তুমি দাঁড়ায়ে ওই হৃদয়-দুয়ারে,
মধুব মধুর স্বরে,
ডাকিছ এমন করে
শুনায়ে মধুর বাণী প্রাণের মাঝারে,
মন্ত্রমুগ্ধ-প্রায় যেন করিলে আমারে।

২

অবশ অবশ প্রাণ জাগেনা কখনি,
আঁধারে মুদিয়া আঁখি
দিবানিশি পড়ে থাকি,
মৃত্যুর ছায়াতে ঢাকা নিরখি অবনী,
নিরাশার শোক-কথা অনুদিন শুনি !

৩

অযুত অরুণ-সম তোমার প্রকাশ,
অন্ধকার গেল মুছে,
মোহনিদ্রা গেল ঘুচে,
চিদাকাশে বহিতেছে মলয়-বাতাস,
মৃত প্রাণে খেলে কত আশায় উচ্ছ্বাস !

(৪)

কে তুমি ? চিনেছি, তুমি জগৎ-জননী,
নহিলে এমন ক'রে,
আজি এ পাপীর ঘরে
কে আসিত বিনে সেই করুণা-রূপিণী ?
কে শুনা'ত এত কথা মৃত-সঞ্জীবনী ?

(৫)

অতুল, অপরাজিত প্রেমের আধার,—
এমন এমন স্নেহ
আরত জানেনা কেহ,
বিনা সেই প্রেমময়ী জননী আমার ;
পাপী ব'লে এত স্নেহ আছে আর কার ?

(৬)

কি কহিছ ? কোথা যাবো বলনা আমারে,—
ওই প্রেমমুখ হেরে
প্রাণ যে কেমন করে !

বাঁধেনা বাঁধেনা মন ধূলার সংসারে;
বল মা, কোথায় লয়ে যাইবে আমারে ?

(৭)

আহা! কি মধুর দৃশ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে
দেখা'লে আনন্দময়ি,
সুখ-ধাম বটে ওই,
ওই তো যথার্থ স্বর্গ বটে পৃথিবীতে;
বিলম্ব সহেনা প্রাণে আর তথা যেতে!

(৮)

একাকী যাবনা মাগো, ঐ সুখস্থানে,—
তোমার সন্তান যত
রয়েছে আমার মত,
নিয়ে যাব তা সবারে, মিলে প্রাণে প্রাণে
তোমার মঙ্গল-নাম গাব একতানে।

(৯)

কোথা আছ ভাই বোন্, এস গো আমার,—
আনন্দ-নগরে যাবো,
আনন্দে মগন হবো,
ভুলিব পাপের জ্বালা, হৃদয়ের ভার;
ঐ শোন্ ডাকিছেন জননী আমার।

(১০)

ডাকিছেন প্রেমময়ী জননী আমার,—
দিন, মাস, সম্বৎসরে
কত পাপ বারে বারে
করিযাছি মোরা সবে, সীমা নাহি তার ;
তবুও মায়ের স্নেহ অপার অপার।

(১১)

আসিতেছে মহোৎসব সম্বৎসর পরে,—
বনের বিহঙ্গ-প্রায়,
ভাই বোন্ সমুদয়
কত দূরে দূরে আছি দেশদেশান্তরে ;
এস আজি যাই সবে আনন্দ-নগরে।

(১২)

হেরিয়া উষার আলো ধরণী-উপরে,
বিহঙ্গ আকাশে ধায়,
কলকণ্ঠে গীত গায়,
আমরাও চল যাই আনন্দ-নগরে,
আনন্দময়ীর নাম গাই সমস্বরে।

আনন্দ-নগর।

অবনীর অলঙ্কার, কার সাধ্য বর্ণিবার,
ধন্য ধন্য আনন্দ-নগর।
নন্দনকানন-সম, ইহলোকে অনুপম,
যার যশ ব্যাপ্ত চরাচব॥
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে, লযে পুত্র-কন্যাগণে,
আনন্দমযীর যথা রঙ্গ।
নাহি আত্ম-পরজ্ঞান, জাতিভেদ, অভিমান,
প্রবাহিত প্রেমের তরঙ্গ॥
ভাবেতে বিবশ-প্রায়, এ উহার মুখে চায়,
ধারা বহে নযন যুগলে।
সশরীরে স্বর্গবাসী, আনন্দ-নগরবাসী,
জন্ম কারো না যায় বিফলে॥
যত সব নবনারী, বসিয়াছে সারি সারি,
করিতেছে পুণ্যের প্রসঙ্গ।
নাহি ক্ষুধাতৃষ্ণা-জ্ঞান, এমন সুখের স্থান,
কোন ক্রমে নাহি দেয ভঙ্গ॥
মিলে যত ভগ্নীভ্রাতা, যেন ফুল্ল তরুলতা,
পবিত্রতা খেলিছে আনন্দে।

যোগানন্দে মগ্ন হয়ে, কর্ম্মানন্দ-রস পিয়ে,
মত্ত সবে মাতৃগুণ-গানে ॥
সেই সুমধুর ধ্বনি, দেবতা-গন্ধর্ব্ব শুনি
ধরাতলে দিতেছে মেলানি।
আকাশে তারকা হাসে, জলে পুষ্প পরকাশে,
উল্লাসেতে নাচিছে ধরণী ॥
সেই শুভ সমাচার, বায়ু বহে অনিবার,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম গায়।
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, শুভ সমাচার দিয়া,
হেলে পড়ে এ উহার গায় ॥
নাহি তথা অত্যাচার, নাহি মাত্র হাহাকার,
যে যাহার আছে মনসুখে।
বায়স পায়স খায়, মার্জ্জার-কুক্কুর তায়
সম্ভাষণ করে হাস্যমুখে ॥
সে আনন্দ-নিকেতনে, মায়ের আদেশ মেনে,
দয়া সদা মূর্ত্তিমতী হয়ে।
যেই রূপ ধনী জনে, সেই রূপ দীন হীনে,
তুষিছেন এক অঙ্কে লয়ে ॥
আলস্য কি অহঙ্কার, বিসম্বাদ, ব্যভিচার,
কপটতা কেহ নাহি জানে।
নাহি দুঃখ, নাহি পাপ, নাহি শোক, নাহি তাপ,
হিংসাদ্বেষ নাই সেই স্থানে ॥

সবে যথা কর্ম্মশীল, এক দণ্ড, এক তিল,
বিফলেতে না করে কর্ত্তন।
আবালবনিতা যত, পর-উপকারে রত,
জীবসেবা মোক্ষের সাধন॥
নানা শাস্ত্র নানা ভাষা, কি আচার্য্য কিবা চাষা,
সমভাবে করে আলোচনা।
বিজ্ঞান-দর্শন যত, সকলের কণ্ঠগত,
ব্রহ্মবিদ্যা সকলেরই জানা॥
সেই স্থানে স্বাধীনতা, বনের বিহঙ্গ যথা,
যথা ইচ্ছা করে বিচরণ।
ক্রীতদাস হও তুমি, পবশিলে সেই ভূমি,
হবে তব দাসত্ব-মোচন॥
কিবা ধনী কি দবিদ্র, কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র,
ব্রাহ্মণ-শূদ্রেব ভেদ নাই।
কিবা হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ কিম্বা খৃষ্টীয়ান,
নরনারী সমান সবাই॥
মায়ের সন্তান যেই, মাযের পূজক সেই,
মাতৃধনে সম অধিকারী।
হযেছে মহেন্দ্রযোগ, ভূতলে স্বর্গের ভোগ,
কি আনন্দ যাই বলিহারি॥
রসাল-বকুল-তলে কুরঙ্গ কুরঙ্গী খেলে,
শিরোপরে কোকিল-কাকলি।

শীতলপবন ভবে, পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে,
রঙ্গে ভৃঙ্গ করিতেছে কেলি॥
যে যায় আনন্দপুরে, তার মন-আশ পূরে,
কভু ফিরে আসিতে না চায়।
সেই আনন্দের লাগি, পঞ্চভূত অনুরাগী,
তরঙ্গিনী তবঙ্গ উধায়॥
এ হেন আন্দ-ধাম, শ্রবণেতে যার নাম,
পুলকে পূর্ণিত তনুমন।
ক্ষণেক বঞ্চিলে তায, পাপিষ্ঠের পাপ যায়,
দবশনে সফল জীবন॥
প্রেমানন্দ সকাতরে, এই অভিলাষ করে,
আনন্দনগরে করি বাস।
করিব মাযেব ধ্যান, জীবগণে প্রেমদান,
পূর্ণ হবে আশার পিযাস॥

বন্দনা।

(জয়) ব্রহ্ম সনাতন, জগজন-জীবন,
জগত-বন্দন হে।
(তুমি) পূর্ণ পরাৎপর পরম পুরুষ,
পতিত-পাবন হে।
বিশ্বভুবনপতি, তোমার আদেশ লয়ে
কোটি সূর্য্য কোটি পথে ধায়;
দেব-মানব সবে তোমার চরণ সেবে,
কোটি কণ্ঠে তব গুণ গায়।
(জয়) অনন্ত জ্ঞানাধার, কারণ-কারণ,
অপরূপ মহিমা তোমার;
আদি কবি তুমি, তোমার রচনা হেরি
পুলকে নয়নে বহে ধার।
দারিদ্র্য-ভঞ্জন, দুঃখ-নিবারণ,
দীনবন্ধু দয়ার অবতার;
তোমার করুণা-বারি, রোগশোকপাপহারী
ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার।
(তুমি) সেবক ভয়হারী, সিদ্ধিদাতা পিতা,
তুমি শিব মঙ্গল-আশ্রয়;

তব কৃপা সার করি, তোমার পতাকা ধরি
সহজে জগৎ কবি জয়।
প্রেমের মূরতি, প্রাণরমণ তুমি,
প্রিযতম পরশরতন ;
তোমার পরশে নাথ, সংশয়-দুঃখ যত
নাহি রহে, করে পলায়ন।
(ওহে) সত্য সুন্দর তুমি, অরূপ রূপ তোমার,
অতুলনা ভুবনমোহন,
ভকত-হৃদযাকাশে, শান্তি-সুধাকর,
পরকাশ অযুত কিরণ।
সেই তব সুবিমল প্রেমমুখ-জ্যোতিঃ
চিত্তচকোর সদা চাহে,
প্রেমানন্দে করি দযা, দেখাও দেখাও পিতঃ,
নিজ গুণে কর কৃপা হে।
ধন-জন-যৌবন, তোমারি প্রসাদ সব,
বলবুদ্ধি, দেহমন-প্রাণ ;
আশীষ কর প্রভু, তব পদে রাখি মতি,
তোমাতেই করি সমাধান॥

স্তোত্র।

(১)

এক দেব অবিনাশি ! হয়ে জ্যোতির্ম্ময়
সর্ব্বস্থল পূর্ণ করে স্থিতি হে তোমার ;
সকল গতির গতি তোমা হতে হয়,
অনন্ত কালের স্রোতে নিত্য একাকার !
একই ঈশ্বর তুমি, প্রভাব অপার,
পরাৎপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কে পারে অন্তরে
ধারণা করিতে তোমা ? সাধ্য আছে কার
তোমার সকল তত্ব পারে জানিবারে !
প্রতিক্ষণ করিতেছ সবার পালন,
আলিঙ্গন করে আছ সকল সংসার ;
সকলের পরে বটে তোমারি শাসন,
ঈশ্বর তোমার নাম—নাহি জানি আর !

(২)

সুগভীর সাগরের হয় পরিমাণ ;
বালুরাশি, দিবাকর-করপত্রিকরে
গণুক বিজ্ঞান করি প্রগাঢ় সন্ধান ;
তব পরিমাণ কিছু নাই হে সংসারে !

আলোকিত বটে প্রভো আলোকে তোমার
মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান, সক্ষম সে নয
প্রকাশিতে তব জ্ঞানকৌশল অপার ;
অনন্ত অনন্ত তাহা অন্ধকার ময !
অলৌকিক ভাব তব বুঝিব কেমনে ?
কি সাধ্য চিন্তার যায় তব সন্নিধানে ?
অনন্ত কালেতে যথা মুহূর্ত্তের লয,
ধাইতে ধাইতে চিন্তা সব পায় ক্ষয় !

(৩)

নাছিল এ সব কিছু, করেছ আহ্বান
প্রথমে আকাশ, শেষে অস্তিত্ব সবার ;
অনন্ত কালের ছিলে আপনি আশ্রয়,
যত কিছু উৎপত্তি, তুমি মূল তার ;
জনম, জীবন, সুখ, যত কিছু আর,
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, জ্যোতি, সকলি তোমার।
কথায় করিলে সৃষ্টি, করিছ এখন ;
তোমার প্রভাবে পূর্ণ সকল ভুবন,
অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময় মহান ঈশ্বর,
ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে নিরন্তর,
গৌরব আলয় তুমি জীবনপালক ;
তুমিই জীবনদাতা বিশ্বের শাসক।

(৪)

হে বিভো, এ অনন্ত বিশ্বের চারি ধার
তোমারি, সকল স্থলে তব অধিকার;
তুমিই এ বিশ্বধাম করিছ ধারণ,
নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সবে দিতেছ জীবন,
আরম্ভ অন্তেতে তুমি করেছ বন্ধন,
কি সুন্দর মিশাযেছ জীবন-মবণ।
জ্বলন্ত অনল হতে স্ফুলিঙ্গেব মত,
তোমা হতে জন্মিযাছে গ্রহসূর্য্য যত;
শুভ্র তুষারের অঙ্গে জ্যোতি-খণ্ড যথা
ঝলসে উজ্জ্বলতর ভানুব কিরণে।
স্বর্গে তব সৈন্যদল সুসজ্জিত তথা
পুলকে ঝলকে তব গুণানুকীর্ত্তনে।

(৫)

অনন্ত নীলিমাময় অন্তরীক্ষতলে
জ্বালিয়াছ দীপ কত, গণিতে না পারি।
অবিশ্রান্ত ভ্রমিতেছে তব শক্তি বলে,
পালিছে আদেশ তব, তব আজ্ঞাকারী।
সুখে গদগদ হযে কথা যেন কয়,
নির্ম্মল আলোক পুঞ্জ বটে কি ও সব?
গলিত কাঞ্চন-ধারা কিম্বা প্রভাময়?
অনন্ত অপরিজ্ঞাত তোমার বৈভব!

প্রচণ্ড প্রতপ্ত সূর্য্য কিহে ও সকল,
কিরণে করিছে শত জগত উজ্জ্বল ?
যা হোক, নিশির কাছে সুধাংশু যেমন,
তা সবার কাছে তুমি আপনি তেমন।

(৬)

সত্য সত্য জলবিন্দু সাগরে যেমন,
এ সব ঐশ্বর্য্য লুপ্ত তোমাতে তেমন ;
সহস্র জগৎ যদি একত্রিত হয়,
তব তুলনায় কিন্তু গণনীয় নয় ;
কোন ছার আমি, স্বর্গে আছে সুসজ্জিত,
অনন্ত দেবতা জ্ঞানগৌরবে পূজিত ;
তব মহাত্ম্যের সঙ্গে করি পরিমাণ,
পরমাণুপ্রায় সবে করি অনুমান ,
নহে কিছু অনন্তের কাছে শূন্য বই,
কোন্ ছার আমি। আমি কিছু মাত্র নই !!

(৭)

ঐশিক প্রভাব তব ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
তুচ্ছ আমি, পরশিছে আমারো অন্তর ;
ভানুকরে শিশির যেমতি জ্যোতির্ম্ময়,
মম প্রাণে প্রাণরূপে রয়েছ ভাস্বর !
তুচ্ছ, কিন্তু বেঁচে আছি ; আশাপক্ষ-ভরে
ব্যগ্র হয়ে উড়ে যাই তব সন্নিধানে ;

তোমাতে জীবিত, থাকি তোমার অন্তরে,
তুচ্ছ, তবু চাই তব সিংহাসন-পানে।
আমি আছি। তাই বলি হে প্রভো ঈশ্বর,
তুমি আছ, কি সংশয় আছে অতঃপর ?

(৮)

তুমি আছ সকলের হইয়া চালক,
চালাও তোমার দিকে বুদ্ধি হে আমার ,
আত্মাকে শাসন কর হয়ে সুশাসক,
ভ্রান্ত এ হৃদয়, পথ দেখাও তাহার।
অনেকের মধ্যে আমি এক ভিন্ন নই,
স্বহস্তে আমায কিন্তু করেছ গঠন ;
পৃথিবী-সর্গের আমি মধ্যস্থলে রই,
সকল নরের শ্রেষ্ঠ ; যথা দেবগণ
জন্মেন, যে দেশে গিয়ে আত্মা করে স্থিতি,
সে দেশের সীমাস্থলে আমার বসতি।

(৯)

প্রাণীজগতের শেষ আমাতেই হয,
ভৌতিক কার্য্যের পর্য্যা অতঃপর নাই ;
মম পরে শ্রেষ্ঠ দেব, তুমি হে চিন্ময।
ধূলিকণা হয়ে আমি বিদ্যুতে চালাই।
রাজা আমি, ক্ষুদ্র আমি, কিন্তু এক প্রাণী,
কীট হয়ে পুনরপি দেবতাসমান ;

কি করিয়ে কোথা হতে আইমু না জানি,
অদ্ভুত কল্পনা! তব আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ !!
কিন্তু এই মৃৎপিণ্ড স্বযম্ভব নয়,
দৈবশক্তিবলে ইহা জীবিত নিশ্চয়।

(১০)

তব জ্ঞানে, তব বাক্যে সৃষ্টি হে আমার,
জীবনেব উৎস তুমি মঙ্গল-আলয ;
আত্মারূপে অবস্থিত আমাব আত্মার,
তুমি প্রভু, তুমি স্রষ্টা, তুমি সমুদয।
তব জ্যোতি, তব প্রেম উজ্জ্বল অপার
পূর্ণ করিযাছে মোরে তব গুণগানে;
অতিক্রম করে যাব মৃত্যু অধিকাব,
সাজিব অক্ষয় জ্যোতি সুন্দব বসনে।
উড়ে যাব স্বর্গপথে ছাড়িযা সংসার
তব পানে, তুমি স্রষ্টা, তুমি মূলাধার। (২)

(১১)

হায় রে সুখের চিন্তা, স্বপ্ন সুখময়।
তোমার যে ভাব প্রভু ধ্যাঁযাই অন্তরে,

(২) কোন ইংরেজ বিদুষী ইংরেজিতে এই স্তোত্রটী লিখিয়া অধ্যাপক লিভিংষ্টোন সাহেবের নিকট পাঠান। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে ইহা ভাষান্তরিত হইয়াছে। স্তোত্রটী চীন জাপান ও তুরস্কীয় ভাষায় ও ভাষান্তরিত হইয়াছে। এটী ইংরেজী পদ্যের অবিকল অনুবাদ।

অতি তুচ্ছ! পূর্ণ হয়ে আমার হৃদয়
তব ছায়ামাত্রে, তোমা প্রণিপাত করে।
ক্ষুদ্র হয়ে, এই রূপে চিন্তা হে আমার
ধায় তব সন্নিধানে হে প্রভু ঈশ্বর;
নিরখি তোমার কার্য্য অসীম অপার,
জ্ঞানী হয়ে, সাধু হয়ে করে অতঃপর
তোমার অর্চ্চনা আর তোমাব সম্মান,
হৃতবুদ্ধি হয়ে করে তব গুণগান;
বাক্‌শূন্য হয়ে পড়ে রসনা যখন,
কৃতজ্ঞ অন্তর করে অশ্রু-বরষণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তির জয়।

"আজি এ মশানে তোমার সন্তানে
ক্রুশকাষ্ঠে যারা বধিছে পরাণে,
তোমারি সন্তান তারাও সকলে;
মোহের আঁধারে ডুবে আছে তারা,
পাপে তাপে আহা হইযাছে সারা,
তাই ভেবে ভাসি নয়নের জলে।

ভাই ভাই বলে কাঁদে সদা প্রাণ,
পাইলাম তার ভাল প্রতিদান,
প্রেমের পরীক্ষা হইল আমার;
এই ছার দেহ, এই ছার প্রাণ
প্রেমময়, আজি করিলাম দান
করিতে তোমার প্রেমের প্রচার!

লৌহের শলাকা বিঁধিয়াছে বুকে,
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে মুখে,
চারি দিক্ যেন অন্ধকার ছায়!

প্রেমময়, তুমি কাছে কাছে থেকো,
তোমার সন্তানে হাতে ধরে রেখো,
এ সময়ে পিতঃ ছেড়না আমায়।

লৌহের নিগড় বাঁধিয়াছে পায,
কাঁটার মুকুট দিযাছে মাথায,
হইযাছি আমি প্রায রুদ্ধশ্বাস ;
কেহ দেয় ধূলি, কেহ নিষ্ঠিবন,
পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করে কোন জন,
"রাজপুত্র।" বলি করে উপহাস।

রাজরাজেশ্বর তুমি বিশ্বপতি,
নরনারী সবে তোমার সন্ততি,
রাজপুত্র আমি, কি আছে সংশয ?
তোমার লাগিয়া যে বেশ আমার,
সেই রাজবেশ, কি সংশয় আর ?
এই বেশে ধরা করিব বিজয়।

যে নিগড়ে আজি বেঁধেছে আমায়,
প্রেমের শৃঙ্খল করিব তাহায়,
রাজদণ্ড হবে এ লৌহ-শলাকা,
বাঁধিব সকলে প্রেমের শৃঙ্খলে,
শাসিব, শাসিব মানব-মণ্ডলে,
এ মুকুট হবে প্রেমের পতাকা।

ক্রুশ কাষ্ঠ হবে রাজ-আভরণ,
শত সম্রাটের মুকুট-ভূষণ,
শান্তির সলিল হবে অশ্রুজল ;
এক বিন্দু রক্ত পড়িবে যে স্থলে,
পুণ্যতীর্থ সেই হবে ধরাতলে,
ধাইবে তথায় মানব সকল।

এই তিরস্কার হবে প্রেম-গান,
গাইবে সকলে ধরি সম তান,
প্রেমাঞ্জলি হবে ধূলি-নিষ্ঠিবন ;
তোমারিতো প্রেম করিতে প্রচার
প্রেমময়, আজি এ দশা আমার,
ধন্য আমি, মম সার্থক জীবন !

যেই প্রেম-যজ্ঞে দিলাম আহুতি
এই ছার প্রাণ, ওহে বিশ্বপতি,
পাপতাপ যাবে সেই যজ্ঞানলে ;
প্রেমের আলোকে জগত ছাইবে,
তোমার মহিমা "জয় জয় !" রবে
প্রেমানন্দে মিলি গাইবে সকলে।

আমায় যাহারা দিতেছে যাতনা,
করিছে কি কাজ তারাতো জানেনা ;
তাই এ প্রার্থনা করি এ সময়,—

তাহাদের তুমি ক্ষম অপরাধ,
তা হলেই মম পূরে মনসাধ,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ প্রেমময়।”

ওহে বিশ্বপিতা, তোমাব সন্তান,
যে যাতনা সযে দিলা প্রাণদান,
তব প্রেমবাজ্য করিতে স্থাপন,
যুগযুগান্তরে স্মরিযে সে কথা,
জাগিছে মরমে নিদারুণ ব্যথা,
অবিরল ধারা ববষে নযন।

কোটি কোটি কোটি পুরুষ-বমণী
কাঁদিছে, লিখিতে কাঁদিছে লেখনী।
কেবল সান্ত্বনা আছে প্রেমময়,—
সাধুর শোণিতে, নযনেব জলে,
পবিত্র করিল পাপ ধরাতলে,
হযেছে তোমাবি প্রেমের জয।

সেই মহাদিনে তোমার সন্তান
তব হস্তে করি আত্ম-সমাধান,
যে মহা প্রার্থনা করিলা কাতরে,
আমরাও তাহা কবিতেছি পিতা,
দেহ প্রেম, ক্ষমা, দেহ সহিষ্ণুতা
তব ইচ্ছাপূর্ণ হউক সংসারে।

প্রেমের জয়।

প্রত্যুষে উঠিয়া করি প্রাতঃস্নান,
প্রেমানন্দে করি হরি-গুণ-গান,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে জাহ্নবীর তীরে,
সাধু নিত্যানন্দ প্রেমিক বৈরাগী,
মানবের হিতে সদা অনুরাগী,
সম্মুখে চাহিয়া দেখিলা অদূরে—

প্রচণ্ডমূরতি মানব দুজন
করিছে ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন,
যেন মদমত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
পরস্পর অঙ্গে করিছে প্রহার,
কভু বা করিছে বিকট চিৎকার,
কভু পড়ে ভূমে, কভু বেগে ধায়!

ভাগীরথী-তীরে যত নরনারী
সে দুই মানবে অদূরে নেহারি,
বিষাদে ত্যজিয়া পূত প্রাতঃস্নান,
শার্দ্দূলে হেরিয়া কুরঙ্গ যেমন
চকিতনয়ন, ভয়ে ভীত মন,
নিজ নিজ স্থানে করিল প্রস্থান!

সুধাইলা সাধু সেই সব লোকে,—
"বল বল মোরে, বল এরা কে ?
কেন হেন দশা, এ ভীষণ বেশ ?
পশুর অধম মানব-সন্তান,
নিরখিয়া আজি কাঁদে বড় প্রাণ,
সহিতে পারি না মরমের ক্লেশ।

"সংসারে এদের নাহি কি গো কেহ,
মধুর বচনে প্রকাশিতে স্নেহ,
পাপপথ হ'তে নিতে ফিরাইয়া ?
নাহি কি জনক, নাহি কি জননী,
ভ্রাতাভগ্নী কিবা পত্নী প্রণয়িনী,
প্রেমের পরশে জুড়াইতে হিয়া ?"

কহিল সকলে—"জগাই, মাধাই
নাম উহাদের, ওরা দুই ভাই
শার্দ্দূল-ভল্লুক-সম ভয়ঙ্কর,
পাষণ্ড দুর্জ্জন পাপী দুরাচার
উহাদের মত নাহি কেহ আর,
শত পাপ ওরা করে নিরন্তর।

"করি দণ্ডাঘাত পথিকের শিরে,
পথের সম্বল নেয় ওরা কেড়ে,

রহে উনমত্ত করি সুরাপান,
সাধুর লাঞ্ছনা করে অনুদিন,
না করে বিচার বালকপ্রবীণ,
কুলবালাগণে করে অপমান!”

শুনি লোক-মুখে পাপীদের কথা,
কহে মহাসাধু মনে পেয়ে ব্যথা,—
“কৃপাপাত্র আহা এমন কে আছে!
হরিপ্রেম-কথা করিতে প্রচার
এমন মানব কোথা পাব আর?”
চলিলেন সাধু দোঁহাকার কাছে।

—“যেওনা যেওনা, এখনি মরিবে!
যমদূতসম আসিয়া ধরিবে!!”
চারিদিকে লোক করিল চিৎকার;
ভগবৎপ্রেমে সঞ্জীবিত যেই,
প্রাণভয়ে ভীত হয় কি গো সেই?
প্রিয় ব্রত তার পাতকী-উদ্ধার।

—“বল হরিবোল,” বলি নিত্যানন্দ,
ভক্তিসুধাপানে লভি চিদানন্দ,
প্রেমের আবেগে বাহু প্রসারিয়া,—
“ছাড়ি পাপপথ আয় রে দু’ভাই

প্রেমানন্দে মাতি হরিগুণ গাই।"
এত কহি সাধু চলিলা ধাইয়া!

ক্রোধান্ধ মহিষ আরক্তলোচন
কৃষকে যেমতি করে আক্রমণ,
নিত্যানন্দ-পানে ছুটিল দু'জন;
কি মতির বশে, কি জানি ভাবিয়া,
ধূলি-মাটি তাঁর অঙ্গে ছড়াইয়া,
স্থানান্তরে বেগে করিল গমন।

—"যত দিন প্রাণ রহে এই দেহে,"
স্নান করি সাধু মনে মনে কহে,
ভাসাইযা বুক নযনের জলে,
"যেখানে যাইবে, সেখানে যাইব,
মারিলেও হরিনাম শুনাইব,
বাঁধিব, বাঁধিব প্রেমের শৃঙ্খলে।"

সন্তানের তরে জননীর মত,
নিতাইর প্রাণ কাঁদে অবিরত
জগাই মাধাই দোঁহার লাগিযা,
ঘাটে, মাঠে, গৃহে যথা তারা যায়,
অলক্ষিতে সাধু ফিরেন তথায়,
করেন সন্ধান নিশীথে জাগিয়া!

একদিন বসি পাপী দুইজন
মত্ত সুরাপানে করিছে তর্জ্জন,
সুরার কলসী সম্মুখে রাখিয়া,
"বল্ হরিবোল !" উচ্চারিয়া মুখে
সাধু নিত্যানন্দ আসিয়া সম্মুখে
কহিলা অপার স্নেহ প্রকাশিয়া,—

"পাপ পরিহরি আয় রে দু'ভাই,
প্রেমানন্দে আজি হরিগুণ গাই,
ধরি গলে, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ;
হরি ভিন্ন ভবে গতি কারো নাই,
আয় ত্বরা করি, তোরা মোর ভাই,
হরি বলে নাচি দুবাহু তুলিয়া !"

—"দূর হ আপদ ! আবার এখানে ?"
বলিয়া মাধাই নিতাইর পানে
সুরার কলসী মারিল ছুড়িয়া ;
ভাঙ্গিল কলসী, কলসীর কাণা
নিতাইর শিরে হ'ল শত খানা,
বহিল শোণিত সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া !

সাধু নিত্যানন্দ বাহু প্রসারিয়া
তবু দুইজনে কহিল ডাকিয়া,—

"আয় রে জগাই, আয় রে মাধাই !
মেরেছিস মোরে, তাতে ক্ষতি নাই,
আয় প্রেমানন্দে হরিগুণ গাই,
আয় করি কোলে, আয়রে দুভাই।"

অনুতাপে দগ্ধ জগাই তখন
কাঁদিয়া কহিল,—"ওরে মাধা, শোন্,
এমন তো আর দেখিনি কখন ;
মার্ খায়, তবু ভাই বলে ডাকে,
এমন যে সাধু, মেরেছিস তাকে ।
কোথা পাবি হেন প্রেমিক সুজন ?

"ফাটিয়াছে মাথা, ভাসিছে শোণিতে,
প্রসারিছে বাহু তবু আলিঙ্গিতে,
মধুর সম্ভাষে 'ভাই ভাই' বলে ;
বুঝি আমাদের পাপ ঘুচাইতে
এসেছে এ সাধু বিধির কৃপাতে,
আয় দোঁহে মিলি পড়ি পদতলে।"

এমন সময়ে সাধুর উদ্দেশে
গৌরাঙ্গের সহ উপনীত এসে
ভক্ত বন্ধুগণ সে দৃশ্য-মাঝারে ;
নিতাইর শিরে হেরিয়া শোণিত,

কহিলা অমনি হযে ক্রোধান্বিত,
"ধর ধর ধর। মার পাবণ্ডেরে!"

সাধু নিত্যানন্দ ধরি বক্ষঃস্থলে
মাধাবে, ভাসিযা প্রেমাশ্রুসলিলে
কহিলা সকলে,—"বোষে কাজ নাই;
মেরেছে মেবেছে কলসীর কাণা,
তাই বলে আহা প্রেম কি দিব না?
হরিপ্রেমাশ্রিত এ যে মোর ভাই!"

সাধুব শোণিত, তপ্ত অশ্রুজল
জ্বেলে দিল প্রাণে বাডব-অনল,
উঠিল মাধাব প্রেমেব লহরী;
সাধুর চরণে পডিল তখন,
হইল লুণ্ঠিত ক্ষিপ্তের মতন,
কাঁদিতে লাগিল বলি "হরি হরি!"

বিশ্বাসের জয়।

কাঁদরে লেখনি, কাঁদ উচ্চৈস্বরে,
কাঁদিছে যেমতি আজি ঘরে ঘরে
বিশ্বাসীর প্রাণ সে দিন স্মরিয়া,
যে মহা দুর্দ্দিনে করিয়া সমর
বিসর্জ্জিলা প্রাণ সেই বীরবর
বিষাদে অবনী আঁধার করিয়া।

শোননি কি তুমি কাব্য ইতিহাসে,
পুরাকালে সেই আরবের দেশে
তুলেছিলা যবে সত্যের নিশান,
করি জয় ধ্বনি "আল্লা হো আক্‌বর!"
কম্পিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তর
ভক্ত মহম্মদ বিশ্বাসী প্রধান?

ধার্ম্মিক হোসেন দৌহিত্র তাঁহার
বীরের সন্তান বীর্য্য-অবতার
করি প্রাণপণ সত্যের প্রচারে,
বিধাতার নাম করিয়া স্মরণ,

করিয়া পিতার পদানুশরণ *
অবিশ্বাসী-সহ মজিলা সমরে।

শার্দ্দূলের দলে যেন মত্তকরী,
অবিশ্বাসী সহ ঘোর যুদ্ধ করি
অনুচরগণ হইলে নিহত,
ধার্ম্মিক হোসেন অনুপম বীর
সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত, সর্ব্বাঙ্গে রুধির।
বন্দী হযে হলো শত্রু-হস্তগত।

পাষণ্ড অরাতি নির্ম্মম নিষ্ঠুর,
ক্ষত অঙ্গে দিযা যাতনা প্রচুর,
কঠিন নিগড়ে বাঁধিয়া তাহারে,
ক্ষুৎপিপাসায় করিযা বিকল
নাহি দিল অন্ন, নাহি দিল জল,
রাখিলা তাহারে লৌহ-কারাগারে!

দিবা-অবসানে আইল রজনী
মনোদুঃখে আজি বিষাদ-বরণী,
ঢাকিল মেদিনী গভীর আঁধারে;
নির্জ্জন নিশীথে অরাতির দল

* হোসেনের জনক মহাবীর আলীর ধর্ম্মযুদ্ধ-মুসলমান ইতিহাসে সবিশেষ বর্ণিত আছে।

শোণিতে রঞ্জিত হস্ত-পদতল
নিশাচর-সম পশে কারাগারে।

ঘাতকের হাতে অস্ত্র নিরখিয়া
অমনি হোসেম কহিলা কাঁদিয়া,—
"বুঝিলাম, এই অন্তিম সময়,
কোথা পিতামাতা, কোথা মাতামহ?
এ সময়ে আর কে করিবে স্নেহ?
হে ঈশ্বর, রক্ষা কর এ সময়।

"সত্যের সমরে দিনু আজি প্রাণ,
পূর্ণ হলো তব মঙ্গল-বিধান,
এই মাত্র প্রভু করি হে প্রার্থনা;
হৌক্ ধরাতলে সত্যের প্রচার,
হৌক মহীয়ান মহিমা তোমার,
জননীরে প্রভু দিও হে সান্ত্বনা।"

বলিতে বলিতে ঘাতক দুর্জ্জন
দিল বসাইয়া তীক্ষ্ণ প্রহরণ
সেই দেব কণ্ঠে বসি বক্ষপরে;
শোণিত-প্রবাহ উঠি উথলিয়া
ধরাতল আহা গেলরে ভাসিয়া!
দেব আত্মা চলি গেল দেহ ছেড়ে।

ডাকি বিধাতারে, স্মরিয়া মায়েরে
বক্ষের চাপনে, অস্ত্রের প্রহারে
উঠে যবে মুখে শোণিতের ফেণ,
দূরে বিশ্বাসিবা হলো ম্রিয়মাণ,
উঠিল কাঁদিয়া জননীর প্রাণ—
—"কোথারে আমার প্রাণের হোসেন!"

কাঁদিল সে গৃহ, কাঁদিল প্রহরী,
কাঁদিল প্রকৃতি হাহাকার করি,
তুলি প্রতিধ্বনি "কোথা রে হোসেন!"
বিষাদে মলিন কাঁদে নিশামণি,
অশ্রুজলে ভাসি কাঁদিল যামিনী—
"হায়রে হোসেন! হায়রে হোসেন!"

কাঁদিল বিহঙ্গ আকাশ যুড়িয়া,
কাঁদিল পবন দিগন্ত ঘুরিয়া,
"হায়রে হোসেন, হায়রে হোসেন!"
কাঁদিল পৃথিবী শোকশেল বুকে,
কাঁদে শপ্ত লোক মুগ্ধ মহাশোকে—
"হায়রে হোসেন! হায়রে হোসেন!"

সেই নিশাকালে ভীষণ প্রান্তরে,
সেই বধ্য ভূমে, সেই কারাগারে
গম্ভীর আরাবে হলো দৈব বাণী,

মধুর সে বাণী অমৃতের খনি,
সে মধুর ধ্বনি এখনো যে শুনি,
সান্ত্ব হও, আর কেঁদোনা লেখনি।

কহে দেবদূত সুগভীর রবে—
"কেঁদোনা কেঁদোনা, সান্ত্ব হও সবে,
এ ক্ষণিক দুঃখে হইবে মঙ্গল;
হইবে জগতে সত্যের প্রচার,
যাবে অবিশ্বাস, অন্ধ সংস্কার,
প্রেমানন্দে পূর্ণ হবে ধরাতল।

"সাধুর শোণিত, নয়নের জল
এ জগত কভু হয় না নিষ্ফল,
ধার্ম্মিক হোসেন করি আত্মদান
রাখিলা যে পুণ্য, সেই পুণ্যফলে
যাবে পুণ্যপথে অবনীমণ্ডলে
কোটি কোটি লোক, পাবে পরিত্রাণ।

"এ কথা স্মরিয়া বিশ্বাসির দল,
সুপবিত্র শোকে হইবে বিহ্বল,
পাপ-প্রলোভন যাইবে ভুলিয়া,
"হোসেন, হোসেন!" করি উচ্চারণ
হইবে সকলে আনন্দে মগন,
গাবে পুণ্যগাথা দুবাহু তুলিয়া।"

বৈরাগ্যের জয় ।

ত্যজি রাজভোগ, রত্নসিংহাসন
ভিখারীর বেশ করিলে ধারণ,
ধন্য শাক্যসিংহ পুরুষপ্রধান !
ঘুচাইতে ভবে জীবের যাতনা,
করেছ যে কত কঠোর সাধনা,
প্রেম-অবতার তুমি পুণ্যবান ।

দেখেছিলে তুমি, রোগ-শোক-জরা
নিয়ত শাসিছে এই বসুন্ধরা,
বিলাপ, ক্রন্দন আর হাহাকারে
বিড়ম্বিত সদা মানব-জীবন ;
তথাপি ছেদিয়া মোহের বন্ধন,
শান্তি-পথাশ্রয় কেহ নাহি করে ।

তাতেই কাঁদিল তব মহাপ্রাণ,
আপনারে তুমি করেছিলে দান
জীবের মঙ্গল করিতে সাধন ;
ত্যজিলে সম্পদ, ত্যজিলে বাসনা,
আহারবিহার, বিষয়-ভাবনা,
দারাপুত্র আর রাজ্য-সিংহাসন ।

জনকজননী আর বন্ধুগণ
কত যে কাকুতি, কত আয়োজন
করেছিলা তোমা রাখিতে ঘরে ;
জগতের দুঃখে প্রাণ কাঁদে যার,
কখনো কি পারে বন্ধু, পরিবার
বাঁধিতে তাহারে সামান্য সংসারে ?

কি যে মহাবাক্য বলেছিলে তুমি,
কাঁদি অশ্রুজলে তিতাইয়া ভূমি
শিশু পুত্র কোলে, ভার্য্যা গুণবতী
বলেছিলা যবে হে দেব তোমার,—
"জগতের হিতে ত্যজিলে সংসার,
আমাদোঁহাকার কি হইবে গতি ?"

"অয়ি যশোধরে, যে ধনের তরে
হলেম সন্ন্যাসী, পাই যদি তারে,
(আশীর্ব্বাদ কর, কেঁদোনাকো আর)
আমিও তরিব, তোমরা তরিবে,
জগতের দুঃখ সকলি ঘুচিবে,
খুলিবে ধরাতে স্বর্গের দুয়ার।

ঘোর ঘনঘটা হইলে বিগত,
মধ্যাহ্ন-মিহির যেমতি উদিত,

তেমতি ভারতে তব অভ্যুদয় ;
ছাইযাছে আহা কিরণ তোমার
তিব্বৎ, সিংহল, চীন, ব্রহ্ম, আর
দিগদিগন্তর করিযাছে জয। (১)

কত বীরচূড়া, কত নরপতি
লযে অগণিত সৈন্য-সেনাপতি
করেছিলা কত সাম্রাজ্য স্থাপন ;
কালের তরঙ্গে বিলুপ্ত সে সব,
অপার্থিব কিন্তু তোমার বৈভব,
চিরস্থায়ী ভবে তব সিংহাসন।

রাজপুত্র হযে হইলে ভিখারী,
পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাজ্য পরিহরি
হৃদয়ের বলে করি দিগ্বিজয,
কোটি কোটি কোটি মানবের প্রাণে
সমাসীন তুমি ভক্তি-সিংহাসনে,
এ রাজত্ব তব অতুল অক্ষয়।

কি মহান্ ব্রতে নিযেছিলে দীক্ষা,
দিযেছ জগতে কি আশ্চর্য্য শিক্ষা,

(১) বৌদ্ধ প্রচারকগণ সাগর পার হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলেন ইহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

(মহিমা তোমার পারিনা ভাবিতে !)
"প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, পর উপকার,
দয়া, ক্ষমা আর অহিংসাই সার,
সাধুতার দুর্গ অজেয় জগতে।"

কত মহাজ্ঞানী, আর সাধু কত
তোমার চরণে সতত প্রণত,
তোমার উদয়ে ভারত ধন্য ,
নহে শুধু পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য গগনে
হেরি তব জ্যোতি মুগ্ধ বুধগণে
গান তব জয়, তুমি বরেণ্য।

পুরুষ ও প্রকৃতি।

কেন এত ভালবাসি
　　প্রেমময়ি, নাহি জানি,
মনে হয় প্রাণে পূরে
　　রাখি ঐ মুখখানি ;
জানিনা বিধাতা হায়
　　গড়েছেন কোন ছাঁচে ?

জগতের যত শোভা
সকলি ও মুখে আছে!
সরলতা, কোমলতা,
মধুরতা, পবিত্রতা
ঘনীভূত হয়ে যেন
একত্র রয়েছে তথা;
মনে হয়, অনিমিষে
দিবানিশি চেয়ে থাকি,
মনে হয় বুকে চিরে
হৃদয়েতে ভরে রাখি!
কিছুতেই হায় মম
মিটিলনা এ পিপাসা,
কোথা তৃপ্তি, কোথা তৃপ্তি?
কেবলি কেবলি আশা!
প্রেমময়ি, তোমার ঐ
মুখপানে যবে চাই,
রক্তমাংস, স্থূল দেহ,
এ সকল ভুলে যাই;
কেবল রূপের ছটা
দেখি এ জগৎময়,
আপনা ভুলিয়া, হেরি
প্রাণমন তূর্মিময়।

তোমার রূপের পাছে
আছে যেই প্রেমরূপ
অনন্ত, অনন্ত তাহা
অপরূপ অপরূপ ।।
সে মহারূপেব ছটা
অনন্ত আকাশময়,
সে রূপের প্রতিবিম্ব
রবিশশী সমুদয় ;
ধরাময় সেইরূপ
গিরিসিন্ধু বনস্থলে,
প্রস্তরে, ভূস্তরে জলে,
লতাপত্র ফুলফলে
সে মহা জীবন্তরূপ
প্রাণীরাজ্যে পরিব্যক্ত,
কোটি কবি কোটি কণ্ঠে
গায় সে রূপ-মাহাত্ম্য ।
রূপ যে প্রেমের দেহ,
প্রেমরূপ ভিন্ন নয়,
প্রেম যে রূপের প্রাণ,
পরিব্যক্ত বিশ্বময় ।
প্রেমাণুপ্রাণিত যাহা
ঐ জগতে তাইরূপ ।

তোমার ও মুখচ্ছবি
সে প্রেমের প্রতিরূপ ;
গোষ্পদের জলে যথা
আকাশের ছবিখানি,
তোমার ও মুখে সেই
প্রেমরূপ দেখি আমি।
অরুণ-কিরণ-সম
তোমাব মধুর হাসি,
প্রসন্ন নয়ন-কোণে
সুধাংশুর সুধারাশি !
স্নেহের আবেগে তব
কম্পিত অধর যবে,
বাসন্ত মলযানিলে
নাচে এ জগতে সবে।
মধুমাখা স্বরে দেবি,
তুমি যবে গাও গান,
এক প্রাণে বিশ্ব যেন
ধরে তাতে এক তান ;
অনন্ত অদৃশ্য লোকে
উঠে সে গীতের ধ্বনি,
অনন্ত সংগীত-স্বর
প্রাণের মাঝারে শুনি !

বিশ্বরূপ, প্রাণরূপ,
প্রেমরূপ প্রেমময়,
সে অরূপ রূপ আমি
সদা হেরি তুমিময়।
তোমার শ্রীকর ওই
ছুঁই যবে ধরি শিরে,
অনন্ত প্রেম-পরশে
ভেসে যাই আঁখি-নীরে;
তোমার ও পদযুগ
বড় সাধে বক্ষে রাখি,
ভক্তি সরোবর-নীরে
শান্তিসুখে ডুবে থাকি।
মৃতসঞ্জীবনী তুমি
পবিত্র প্রেমের মূর্ত্তি,
তোমারে স্মরিতে পাই
মৃত প্রাণে কত স্ফূর্ত্তি!
কেন এত ভালবাসি,
জানিনা ইহার হেতু,
এই মাত্র জানি, তুমি
জীবনের সুখসেতু,
তুমি জ্ঞান, তুমি ধ্যান,
তুমি প্রাণ, তুমি আশা,

তুমি সুখ, তুমি শান্তি,
আর নাহি জানে ভাষা।
আপন প্রেমের ছবি
নিজ হস্তে নিরমিয়া,
দুখানি করিলা বিধি,
এক প্রাণ দুই হিয়া ;
তুমি আধা, আমি আধা,
তাই প্রাণ তোমা চায়,
সিন্ধু-ইরাবতী-সম
উভে উভপানে ধায়।
একদেহে হরগৌরী
সাজাইয়া ছিল যেই,
এ প্রেমের মর্ম্ম হায়,
কিছু বুঝেছিল সেই ;
অবসর নাই দেবি,
বুঝিতে এ প্রেমতত্ব,
ভাবিতে পারিনা, ভাবে
প্রাণমন উনমত্ত!
এস তবে প্রেমময়ি,
দুই জীবনের নদী
এক স্রোতে জনমিয়া
আবার মিলিল যদি,

দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে
দোঁহে এক হয়ে যাই,
অনন্ত প্রেমের সিন্ধু,
চল তার পানে ধাই ;
এক হয়ে ডুবি গিয়া
চিরশান্তি-পারাবারে।
কেন ভালবাসি এত,
বুঝিলে তো এই বারে ?

বিদেশী ভাই।

কোথা হতে এসেছিলে, কোথায় চলিয়ে গেলে,
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যেন বসন্তের শেষে ;
দেখালে আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি, স্বভাব-সুন্দর মূর্ত্তি,
নিঃশব্দে গাইলে গীত মোহিয়া আবেশে !

শুনেছি হিমানী-দেশে, দীন দরিদ্রের বেশে
বাল্যকালে করেছিলে জীবন-সংগ্রাম ;
—শৈশবেতে পিতৃহীন, অনাহারে তনুক্ষীণ !
জ্ঞান-পিপাসার কিন্তু ছিলনা বিরাম।

নিবিড় তুষারে ঢাকা, গভীর তিমির-মাখা
বৎসরের ছয় মাস থাকে যেই ভূমি,
ব্রহ্মকৃপা-পবকাশে, সেই অন্ধকাব-দেশে
বিমল সত্যের জ্যোতি পেয়েছিলে তুমি।

সত্য জাগে যার প্রাণে, সে কি কোন বাধা মানে?
লঙ্ঘিযা সাগব-গিবি, ঘূরি দেশে দেশে
লভিযা ধবম রত্ন, করিয়া কতই যত্ন,
অবশেযে এসেছিলে ভাবতববযে।

প্রেমেতে পাগল-পারা, আত্মপর-জ্ঞান-হারা,
আত্ম-জ্ঞানে পর-গৃহে কবেছিলে বাস,
আবালবণিতা যত, তব প্রেমে বশীভূত,
পশুপক্ষী তোমা দেখি লভিত উল্লাস।

শিখেছিলে বহু ভাষা, করেছিলে বহু আশা,
ধর্ম্মের সেবায় আহা কাটাবে জীবন!
আমাদেব ভাগ্যদোষে, হতভাগ্য বঙ্গদেশে
অকালে হইল হায় তোমার মরণ!!

মেরু দেশে ছিল ধাম, সেদিন শুনেছি নাম,
আত্ম, বন্ধু, পরিচিত নহ তুমি কেউ,
স্মরিতে তোমার মুখ, তবু কেন ফাটে বুক?
হৃদয় ভেদিয়া উঠে বিষাদের ঢেউ।

কে তুমি মোদের ছিলে ? কিবা ধন এনে দিলে ?
কি রহস্ত আছে ইথে, কে করে সন্ধান ?
চিত্ত নাহি স্থির রহে, দুনযনে ধারা বহে,
"কাব্‌ল হ্যামাবগ্রেণ" বলে কাঁদে প্রাণ ! (১)
সত্যের সেবক তুমি, পেযেছিলে সত্য ভূমি,
স্বদেশ বিদেশ-সম ছিলহে তোমাব ,
একই পিতার নামে, চলেছিলে নিত্যধামে,
তাতেই কি হযেছিলে এত আপনাব ?
রোগ-শোক-মৃত্যু-জবা পূর্ণ এই বসুন্ধরা
ছাডিযা গিযাছ তুমি অমৃত-আলযে,
দেব তুমি, দেবলোকে চিবকাল থাক সুখে,
এসেছিলে মর্ত্ত্যধামে দেবদূত হযে।
আছিলে "আপন" ভাই, এখনো রযেছ তাই,
ক্রমে ক্রমে আমরাও নিজালযে যাব ;
ভাসিযা প্রেমাশ্রুজলে, আনন্দমযীব কোলে
দেখিযা তোমাবে ভাই, পরাণ জুডাব।

স্থইডেন দেশীয় কারল্ হেমাবগ্রেণ নামক একজন একেশ্বরবাদী যুবাপুরুষ ভারতবর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হন, এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা নগরে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। সেই উপলক্ষেই এই কবিতা লিখিত হয়। হেমারগ্রেণ সুশিক্ষিত, সদাশয় ও নিরতিশয় মধুরচরিত্র ছিলেন।

জয় জয় বিশ্বপতি! জরামৃত্যু, সৃষ্টিস্থিতি,
সংযোগ, বিয়োগ সব তোমারি বিধান;
তোমারি ইচ্ছার জয়, হউক এ বিশ্বময়,
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়!

মাতৃরূপ।

মা আমার স্নেহময়ি করুণারূপিণি,
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার?
স্নেহের মূরতিরূপে রয়েছ জননি,
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত অপার!

"মা" কথা মধুর কিবা আরামদায়িনী!
রোগশয্যা'পরে কিম্বা দূর পরবাসে
উদ্দেশে "মা" বলে আমি ডাকিগো যখনি,
শান্তি-সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে।

দয়াময়ী দেবী তুমি, হৃদয়-শোণিতে,
জীবিত রেখেছ মোরে শৈশব-সময়ে;
এমন নিঃস্বার্থ দয়া আছে কি জগতে?
শোধিতে কি পারি ঋণ প্রাণ-বিনিময়ে?

হইলে পীড়িত এই ভঙ্গুর শরীর,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত,

রয়েছ মা, ঝরিযাছে কত অশ্রুনীর
শ্রাবণের ধারাসম হায অবিরত !

তব স্নেহময় অঙ্কে বসেছি যখন
বাল্যকালে, শত রাজ্য ঠেলিয়াছি পায় ;
স্নেহভরে তুমি মাগো চুম্বিলে বদন,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বলাভ গণিযাছি তায।

বিদ্যাশিক্ষা-হেতু যবে দূর পববাসে
পাঠাইলে পরহস্তে কবিয়া অর্পণ,
দেহ মাত্র ছিল তব আপন আবাসে,
অভাগার সঙ্গে সঙ্গে ছিল প্রাণমন।

বয়োবৃদ্ধি হলো যত ততই জননি,
বুঝিলাম তোমাসম নাই আর কেহ
রোগে শোকে ইহলোকে আবামদায়িনী,
এমন মধুর আব নহে কারো স্নেহ।

যেই দিন অভাগার হয়েছে সন্তান,
বুঝিয়াছি স্নেহ তব কত সুগভীর ;
বলিহারি বিধাতার অপূর্ব্ব সন্ধান,
কোরকের বৃন্তসম প্রাণ জননীর !

মহাবীর কিম্বা মহাবিজ্ঞ যদি হই,
ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য আদি ভাগ্যে যদি ঘটে,

থাকিব, থাকিব আমি জানি স্নেহময়ি,
স্নেহের পুতুলসম তোমার নিকটে।

লোকমুখে শুনি মম সুযশের বাণী
করতলে পাও যেন পূর্ণিমার চাঁদ ;
পশিলে শ্রবণে মম নিন্দা কিংবা গ্লানি,
শত শেল বিঁধে হৃদে, ঘটে পরমাদ !

এমন স্নেহেব শোধ কেবা দিতে পারে ?
রত্নসিংহাসনে পদ করিয়ে স্থাপন,
দিবানিশি পূজে যদি শত উপচারে,
যোগ্য প্রতিদান সেও নহে কদাচন।

কি বলিব দযাময়ি জীবনদায়িনি,
শত সুরধুনীসম স্নেহবারি তব ;
অদ্যাপি জীবিত আছ, বহুভাগ্য মানি,
"মা" ডাক আমার কাছে স্বর্গের বৈভব।

অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গৃহেতে আমার
আছ মাগো, নিত্য রত মঙ্গল-সাধনে ;
পুণ্যতীর্থ-সম ঐ চরণ তোমার,
পরশে পবিত্র করে অধম সন্তানে।

প্রেমময়ী বিশ্বমাতা জগতজননী,
প্রতিনিধি তার তুমি জগতমাঝারে,

নিঃস্বার্থ পবিত্র স্নেহে দিবস-যামিনী
তাঁর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতেছ আমারে।

তব স্নেহে পরিব্যক্ত করুণা তাঁহার,
গোস্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ,
(জ্ঞানহীন অন্ধ আমি, কি বলিব আর ?)
তেমতি তোমাতে মাগো, তাঁহাব প্রকাশ।

এস মা নিকটে এস, প্রণমি ও পদে
স্বার্থক মানবজন্ম হ'ক অভাগার,
তোমাবে স্মরিতে মাগো সম্পদে বিপদে
ভগবৎ-ভক্তি যেন উথলে আমার।

মহাযাত্রা।

কে তুমি এবেশে আজি কবি ধরাসন
মহানিদ্রাগত স্থির নিস্পন্দ শরীর ?
চিরতরে মুদিযাছ যুগল নযন,
পৃথিবীর কোলাহলে উদাসী বধির।

হায় এই দিব্য দেহ কুঁসুম-চন্দনে
উৎসব-আমোদে কত করেছ চর্চ্চিত ;

একবার চেয়ে তুমি দেখনা নয়নে,
যতনের দেহ কিবা ধূলিধূসরিত!

সুকোমল শয্যা'পরে করিযা শয়ন
অধীর হয়েছ এক মশক-দংশনে;
কঠিন বন্ধুব ভূমে শয়ান এখন,
নাহি বিন্দু মাত্র ভয বন্ধনে দাহনে!

না জানি কি মত্ত ছিলে অর্থ-উপার্জ্জনে
ভুলি পবমার্থতত্ত্ব, হায যার লাগি
মস্তকের স্বেদ তব পড়েছে চরণে;
এখন সেজেছ কিন্তু পরম বৈরাগী!

কোথা তব দারাপুত্র আর পরিবার?
ভাঙ্গিয়াছে সুখস্বপ্ন মরীচিকা-প্রায়;
ঘুচিযাছে ভ্রান্তি-কথা "আমার আমার!"
তুমি কার, কে তোমার, জেনেছ কি তায়?

রহিয়াছে বেশভূষা চারি দিকে পড়ি,
"সভ্যতার" অসভ্যতা বুঝেছ এখন;
পরিধেয় যাও আছে, তাও পরিহরি
দিগম্বর-বেশে শেযে করিবে গমন।

নিশ্চল রসনা তব, মুখে নাহি বাণী,
বুঝিবা করেছ আগে বহু বাক্যব্যয়

অনর্থক, অবশেষে হইয়াছ জ্ঞানী,
বাচংযম হইয়াছ, হেন মনে লয়।

নাই এবে হিংসাদ্বেষ, মান, অভিমান,
ভেদজ্ঞান, আজনম যাহাতে শিক্ষিত ;
শুভক্ষণে পুণ্যক্ষেত্রে হইয়া শযান,
আজি তুমি সাম্যমন্ত্রে হয়েছ দীক্ষিত।

যত আশা ছিল মনে, নহে পূর্ণ তব ;
মানব জীবন ক্ষুদ্র বুদ্বুদের প্রায়,
(জীবনে আশার তৃপ্তি অতি অসম্ভব)
দেখিতে দেখিতে কাল-সাগরে মিশায়।

বুঝেছ বুঝেছ এবে,—ভঙ্গুর জীবনে
সুখ-আশা আকাশের অট্টালিকা প্রায় ;
পৃথিবীর কোন কথা নাহি তুলি কাণে
ঠেলিছ চরণে তাই সংসার-মায়ায়।

সাঙ্গ তব মর্ত্যলীলা, মহাযাত্রা করি
চলিয়াছ আজি তুমি বিধির আদেশে,
পুত্রমিত্র-জগচ্চিত্রে মায়া পরিহরি,
জরামৃত্যু-বিবর্জ্জিত শান্তিময় দেশে।

আত্মীয়ের আর্ত্তনাদ, করুণ ক্রন্দন
উপেক্ষিত আজি তব, শত প্রলোভনে

ভিলে মাত্র লুব্ধ কভু নহে তব মন;
করিয়াছ পরাজয় সংসারবন্ধনে।

চলিযাছ গম্য স্থানে আপনার মনে,
নিঃশব্দ ভাষাতে দিচ্ছ উপদেশ সবে,—
"জীবলীলা সাঙ্গ হলে, শেষের সে দিনে
দারাপুত্র, ধনমান সঙ্গে নাহি যাবে।"

অজ্ঞাত-চরিত্র তুমি, কি ভাবে জীবন
করেছ কর্ত্তন, কিছু নাহি জানি আমি;
এই মাত্র জানি, হলে দেহের নিধন,
সুকৃত, দুষ্কৃত দুই হয অনুগামী।

পুণ্য-পথাশ্রয়ে যদি কেটেছ জীবন
ন্যায়নিষ্ঠা, শিষ্টাচার, পর-উপকারে,
দেবতাব গম্য স্থানে করিবে গমন,
ভুঞ্জিবে বিমল সুখ অন্তবে বাহিরে।

পাপপথে যদি তব হয়ে থাকে মতি,
অধর্ম্ম করেছ যদি বলে কিম্বা ছলে,
নিশ্চয়, নিশ্চয় তব হবে অধোগতি,
বহু দিন দগ্ধ হবে নিরয়-অনলে।

দয়াময় বিশ্বপাতা বিধাতা মহান,
পাপী, সাধু সবে যাঁর দয়ার ভিখারী;
তাঁহারি চরণতলে সকলের স্থান,
যাও জবে, যাও সেই পদাশ্রয় করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভজন।

(রাগিণী বেহাগ (মিশ্র),—তাল একতালা)।

গাওরে আনন্দে সবে, জয় ব্রহ্ম জয়।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁবে, গাইছে অনন্ত স্বরে;

গায় কোটি চন্দ্রতারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।

জয় সত্য সনাতন, জয় জগত-কারণ;

জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়।

অচ্যুত আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম;

জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয়!

ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তিধামে,

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্," কি ভয়, কি ভয়?

(রাগিণী বাঁরোয়া—তাল ঠুংরি)।

সবে মিলে গাও রে এখন;

গাও তাঁরে, গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।

বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যাঁর নাম সুধাক্ষরে;

মোহিত গগন-গিরি, সুধাংশু-তপন।

ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দ-ধামে চল ;
শোন সে আনন্দ-ধ্বনি মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেমনয়ন মেলি কর দরশন।
হৃদয় মন্দির-মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হয়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
নরনারী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ-রসে হওরে মগন।

(রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি)।

জয় জগবন্দন। জগতজীবন,
প্রণমামি তব চরণে ;
বিশ্বভুবনপতি, করিছে আরতি
সকল ভুবন সমতানে।
রবি-চন্দ্র-তারা, প্রেমে মাতোয়ারা
ছুটিছে অসীম গগনে ;
মহিমা অপার করিছে প্রচার
জলদ গম্ভীর গরজনে।
অরুণ-কিরণ প্রভাত-সমীরণ
কহিছে প্রেমকথা জীবগণে ;
বিহঙ্গমানব জাগি উঠিল সব,
শোভিল নূতন জীবনে।

কুসুম হাসিছে,   আনন্দে ভাসিছে
মধুপ মধুর প্রেমগানে;
পল্লবমুকুল   আনন্দে আকুল,
ঝরিছে প্রেমবারি নয়নে।
হে জগতের স্বামি,   জগতপ্রাণ তুমি,
প্রাণারাম নাম সবে ভণে;
তোমার পরশে   হৃদয়-আকাশ
ভরিল শান্তির সমীরণে।
ওহে প্রেমরবি,   তব পুণ্যছবি
দেখাও, দেখাও দীন জনে;
মোহের আঁধার   ঘুচাও আমার,
প্রেমানন্দে রাখ চরণে।

(রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা)।

জয় জয় জগদীশ, জগত-বন্দন হে;
অনাদি অনন্ত তুমি অখিল-কারণ হে।
পরাৎপর পরব্রহ্ম,   অপার তুমি অগম্য,
পূর্ণ অদ্বিতীয় প্রভু পুরুষ মহান হে।
নিরাকার নির্ব্বিকার,   চিৎস্বরূপ প্রাণাধার,
সত্য সনাতন তুমি নিত্য নিরঞ্জন হে।

আদি শক্তি মূলাধার, করুণার প্যরাবার,
ইচ্ছাতে রচিলে বিশ্ব বিচিত্র এমন হে!
ক্ষিতি, বহ্নি, দিক্ দশ, শব্দগন্ধ, রূপরস,
তব দয়া, তব জ্ঞান করিছে কীর্ত্তন হে।
আনন্দ অমৃত-ধাম, ভক্তজন-প্রাণারাম;
অরূপ রূপ তোমার ভুবনমোহন হে।
রোগ-শোক-মনস্তাপে, মোহ-প্রলোভন-পাপে,
শান্তির আলয় তুমি, মৃতসঞ্জীবন হে।
শিব তুমি সিদ্ধিদাতা, তুমি প্রেমময়ী মাতা;
মঙ্গল বিধাতা তুমি অকিঞ্চন-ধন হে।
ধনজন, অন্নজল, বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল,
সকলি তোমার নাথ, মঙ্গল-বিধান হে।
হে পবিত্র পাপহর, পাতকী উদ্ধার কর;
অধম সন্তান নাথ বন্দি ও চরণ হে।

(রাগিণী বিভাষ—তাল খং)।

ধন্য ধন্য ধন্য নাথ, তুমি পূর্ণানন্দময়;
অনন্ত তোমার দয়া, কি দিব তার পরিচয়?
(এই যে) সুনীল গগনতলে, সুধাংশু-তারকা খেলে,
পবন-হিল্লোলে নাচে কুসুম নিচয়;

বারিদে চপলা-রেখা, ইন্দ্র-ধনু, শিখী-পাখা,
ঊষার কুন্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখা,
তব প্রেমানন্দ মাখা হেরি সমুদয়।
(এই যে) শিশুর সরল হাসি, যৌবনের রূপরাশি,
প্রবীণে জ্ঞান-গরিমা, (এসব) তব দয়ার অভিনয় ;
অপূর্ব্ব অপত্য-স্নেহ, মর্ম্ম নাহি পায় কেহ,
মধুর দাম্পত্য প্রেম, (যাতে) বিগলিত মন দেহ
তোমাব করুণা বিনা এ সব কি হয় ?
(আমার) হৃদয়-কানন ভূমি, কত যে সাজা'লে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হয়ে, (তাতে) হতেছ উদয়!
যখন পাপ-বিকারে, প'ড়ে মোহ-অন্ধকারে,
সংসার-সাগর মাঝে, প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
(তখন) আশার আলোক হয়ে দাওহে অভয়।

(রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা)।
জয় জয় জয় দেব, জয় জগত-বন্দন!
গাইছে নিয়ত মহিমা তোমার
হে নাথ, নিখিল ভুবন।
কাননে কুসুম, গগনে তপন,
করুণা তোমার করে বরষণ ;
তোমার পরশে বাঁচে ত্রিভুবন,
জয় জয় জগজীবন।

তোমারি রচনা এ ক্ষুদ্র হৃদয়,
মন প্রাণ নাথ, তব সমুদয় ;
কত যে আনন্দ লভে দয়াময়,
তোমাতে হইলে মগন !
প্রবাসে সুহৃদ, আবাসে জননী,
সুখদুঃখে সখা তুমি গুণমণি ;
ভীম ভবার্ণবে ওপদ তরণী,
হে ভব-জলধি-তারণ।
কর আশীর্ব্বাদ দান,
সঁপি এ দেহ মন প্রাণ,
জীবনে মরণে করিব নাথ,
তোমার কর্ম্ম সাধন।

(বাউলে সুর—তাল একতালা)।

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে ;
করুণা কে আর বল্‌তে পারে ?
হয়ে জগতের জননী, করুণা-রূপিণী,
আছ এই বিশ্ব কোলে ক'রে ;
কিবা ধন ধান্য ভরা, এই বসুন্ধরা,
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে। (কত যতন করে)

তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল-বিধাতা,
আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ,
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা
বেঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে। (তুমি মায়ের মত)
আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ,
তোমায় হৃদয়েতে রাখি, প্রাণভরে দেখি,
ডুবে থাকি তোমার রূপ-সাগরে।
(চির দিনের মত)।

(বাউলে সুর—একতালা।)

হরি হে, আমার কাজ নাই আর পাপ-জীবনে,
নামের গুণে, এবার আমায় লওহে ভবপারে।
(আমি) সইতে নারি এ যাতনা। দুঃখ জানাবো আর কারে ?
বইতে নারি জীবনের ভার, এ জগতে কেউ নাই আমার,
কোথা যাই আর অকূল পাথারে ?
তুমি প্রাণবিহারী প্রাণের হরি (জান) প্রাণ যে কেমন করে।
জন্মাবধি পেলেম দুঃখ, দেখাইলে না তোমার মুখ,
ঐ প্রেমমুখ সংসার-আঁধারে ; আমি দিবানিশি
দুঃখে ভাসি, কবে পাব হে তোমারে।

(রাগ ভৈরব—তাল একতালা।)

নিশি-অবসানে, পূরব গগনে
নব ভানু পরকাশিল ;
প্রেমের আলোকে, পরম পুলকে
দ্যুলোক, ভূলোক হাসিল।

হাসিছে পুলকে তরুলতা-ফুল,
হইয়াছে ধরা আনন্দে আকুল ;
নবীন নীরদ প্রেমে গদগদ,
সুনীল গগনে ভাসিল।

ঘরে ঘরে আসি প্রাতঃ-সমীরণ
ব্রহ্ম কৃপাকণা করে বিতরণ ;
মৃত দেহে জীব লভিয়া চেতনা
নূতন জীবন পাইল।

আছিল প্রকৃতি নিদ্রিত নীরব,
ঊষার পরশে জাগরিত সব ;
বিহঙ্গ বিপিনে মেলিয়া নয়ন,
"জয় ব্রহ্ম জয়।" গাইল।

মোহনিদ্রা ত্যজি কর দরশন,
হৃদয়-দুয়ারে মৃতসঞ্জীবন ;
মধুর সম্ভাষে অমৃত-পরশে,
সকল সন্তাপ নাশিল।

(রাগিণী—তাল ঠুংরী।)

জাগ ভাই, জাগ সবে পুরবাসিগণ ;
থেকোনা, থেকোনা আর ঘুমে অচেতন।
যার প্রেমালোকে হাসে তরুণ তপন,
বহিছে করুণা যার প্রভাত সমীরণ,
বিহঙ্গ মধুর স্বরে যার নাম সুধাক্ষরে,
সেই মৃতসঞ্জীবনে কররে স্মরণ।
"জয় ব্রহ্ম জয়।" বলে উঠ নরনারি,
যার প্রেমে হলে অমৃতের অধিকারী,
তার সে অমৃতবাণী (আহা কি মধুর ধ্বনি!)
প্রাণের মাঝারে ঐ কররে শ্রবণ।
মোহনিদ্রা পরিহরি উঠরে সত্বরে,
স্নান করি লহ ভাই, ভক্তি-সরোবরে,
দুঃখ-পাপ দূরে যাবে, চিরশান্তি-সুখ পাবে,
জননীর প্রেমমুখ কর দরশন।

(রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঝাঁপতাল।)

হৃদয়-রঞ্জন তুমি, হৃদয়ের প্রিয়ধন ;
ভুলিতে কি পারি তোমার রূপ ভুবন-মোহন ?
দিবানিশি চেয়ে থাকি, নয়নে নয়নে রাখি
তব প্রেম-মুখচ্ছবি, এই মম আকিঞ্চন।

কি জানি কৌশল জান, ভুলাতে পাষাণ-প্রাণ,
অরূপ রূপের ছটা করে সুধা বরষণ।
কত দিন সংগোপনে কহিয়াছ প্রাণে প্রাণে
কত যে আশ্বাস-বাণী, ওহে মৃত-সঞ্জীবন।
এস হে নাথ দয়া করে, আমার এই হৃদয়-কুটীরে,
দেখে তোমায় নয়ন ভরে,—জুড়াই তাপিত জীবন।

(রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।)

হৃদয়-পরশমণি, দেখা দাও এই দীনের হৃদয়-কুটীরে,
হৃদয়-মন প্রাণ দিয়ে, (আমি) মনের মত পূজবো
নাথ তোমারে।

তব পদে জন্মাবধি, আছি কত অপরাধী ;
তবু হে কাঙ্গালের নিধি, (আমার) তৃষিত
হৃদয় চাহে তোমারে।

সংসারের ধন জন, কিছুতেই মানে না প্রাণ ;
নাথ তুমি সকল জান, (কেবল) ভুলি তোমায়
পড়ে পাপ-বিকারে।

বোবা যেমন স্বপ্ন দেখে, কেঁদে উঠে থেকে থেকে,
আমার প্রাণ যে তেমনি করে, (যখন) হারাই
তোমায় প'ড়ে মোহ-আঁধারে!

কত দিন মুখ চেয়ে, আছি কত দুঃখ সয়ে ;
প্রেমালোক প্রকাশিয়ে, (একবার) আশ্বাস
এ সন্তাপিত অন্তরে।

(রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ)।

কত ভালবাসি তোমায়, বলে কি বুঝা'তে পারি ?
(তামার) আশাপথ চেয়ে থাকি, আশ্বাসে জীবন ধরি !
যখন হারাই তোমারে, বিষাদে নয়ন ঝরে ;
প্রাণ যে কেমন করে, জান তা প্রাণ-বিহারি।
বারেক তোমার সনে, দেখা হলে প্রাণে প্রাণে,
জীবনের যত দুঃখ সকলি ভুলিতে পারি।
চাহি না আর কোন সুখ, দেখাও তোমার প্রেম-মুখ ;
বাসনা, কামনা তব চরণে অর্পণ করি।

(রাগিণী সুবট—তাল একতালা।)

এস প্রাণেশ্বর, প্রাণের ভিতর, দেখাও
দেখাও তোমার প্রসন্ন বদন ;
না দেখে তোমায়, বুক ফেঠে যায়,
দহে মর্ম্মস্থল বিচ্ছে-হুতাশন।
তুমি যদি হৃদে কর হে প্রহার,
মৃত প্রাণে হয় জীবন-সঞ্চার ;
(আমি) কত সুখে সুখী, ও মুখ নিরখি,
প্রেম-অশ্রু যবে করি বিসর্জ্জন।
(আমি) তোমা ধনে লয়ে, ভিখারী হইয়ে,
রবো চির দিন, তব মুখ চেয়ে ,—
প্রাণারাম যদি থাক আমার প্রাণে,
প্রেম মুখ যদি দেখাও হে নয়নে ;

কি ভয় বিপদে, শ্মশানে কি বনে,
কি ভয় মরণে শত নির্য্যাতনে ?

(রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।)

(ওহে) প্রাণসখা, একবার দেখা দাও হে আমায় ;
(আমি) তোমা ছাড়া হযে আছি জীবন্মৃত প্রায়।
মণিহারা ফণির মত, (আমি) কেঁদে বেড়াই অবিরত ;
(আমার) প্রাণের ব্যথা প্রাণনাথ, জান সমুদয়।
(আমি হয়েছি পাগলের পারা, (আমার) দুনয়নে বহে ধারা ;
কেঁদে অন্ধ নয়ন-তারা না দেখে তোমায়।
(আমি) তোমার জন্যে পিপাসিত,
(করে) তোমার প্রেমে অভিষিক্ত,
অনাসক্ত জীবন্মুক্ত কর হে আমায়।

(রাগিণী ঐ—তাল ঐ)

(আমার) প্রাণের মাঝে প্রাণনাথ দাও হে দরশন ;
(নাথ) তোমার তরে প্রাণ আমার করে যে কেমন।
থেকোনা থেকোনা দূরে ; (আমার) হৃদয়-গগন আঁধার ক'রে ;
(আর) কে বুঝিবে এ সংসারে হৃদয়-বেদন ?
তৃষিত চকোর আমি, (ওহে) প্রেম-সুধাকর তুমি ;
(ঘুচাও) প্রাণের ক্ষুধা,প্রেম-সুধা ক'রে বরষণ।
অরূপ রূপমাধুরি, (নাথ) আর কি ভুলিতে পারি ?
(আমার) প্রাণারাম রূপে প্রাণে কর হে রমণ।

(কীর্ত্তন—তাল লোভা।)

একবার সবে আযরে, পিতার মন্দিরে ;
ঐ শোন্ ডাকিতেছেন, পিতা প্রেমনিধি, ও ভাই
শান্তিধামে যাবি যদি, তবে আয়রে সবে
ত্বরাকরে। (পাপের মায়া দূরে ফেলে রে)

তাল—একতালা।

কিবা স্নেহমাখা স্বরে, প্রাণের মাঝারে
ডাকিছেন কৃপাময় ; ওভাই পাপের যাতনা,
রবেনা রবেনা, লইলে পদে আশ্রয়।
(পিতা দয়ার নিধি) এস, পাপী তাপী মিলি
গাই বাহু তুলি, পিতার পুণ্যের জয় ; (মানব জনম
সফল হবেরে) ওভাই ব্রহ্মকৃপাবলে, হেরিব ভূতলে
হইবে স্বর্গ-উদয়। (পিতার কৃপা গুণেবে) আজি প্রাণের
ভিতরে, রাখি পরস্পরে, ভাই ভাই বলে ডাকি ;
এস, নরনারী সবে, আনন্দ-উৎসবে, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকি।

(ব্রহ্ম প্রেমের গুণেরে)

তাল—দশকুশী।

(আমার) পিতার প্রেমের বাণী, জগত ভরিযা শুনিবে,
বায়ু বহে প্রেম-সমাচার, (প্রেমে পাগল হয়রে)
ব্রহ্ম-প্রেম-পরকাশে, গগন মেদিনী হাসে,
উথলিছে হৃদয আমার (প্রাণ আকুল করেরে)
(আজ চাহি নরনারী-পরাণ, আনন্দ ধরেনা প্রাণেরে,
ব্রহ্মানন্দ হেরি বিশ্বময়রে (ব্রহ্মকৃপাগুণেরে)

(আজ) এস ভাই এক প্রাণে, গাই সবে এক তানেরে,
"জয় ব্রহ্ম জয় দযাময় রে।"

কীর্ত্তন তাল—লোভা।

একবাব এসহে হৃদয়-মন্দিরে ;
প্রভু দেখি তোমায নযন ভবে (জনম সফল করি)
তুমি ভক্তবাঞ্ছা (বাঞ্ছা) পূর্ণকারী,
এস প্রাণসখা প্রাণ-বিহারি। (আমার প্রাণের মাঝে)

তাল—খয়রা।

তুমি ভবের কাণ্ডারী, লীলাময় হরি
অহেতুকী কৃপাগুণে, (প্রভু) যুগযুগ ভরে
জগতমাঝারে তরাইলে পাপীগণে ;
(ওহে) তব কৃপাবলে, শিলা ভাসে জলে, মরুভূমে
বহে বারি, (শুনি) অন্ধ চক্ষুপায, খঞ্জ হেঁটে যায,
পঙ্গুতে লঙ্ঘযে গিরি। (আমি) অধম সন্তান
পতঙ্গসমান ক্ষীণ প্রাণ মন মম ; (আমি)
শত পাপাচারে, মোহের আঁধারে, পড়ে আছি অন্ধসম !
(প্রভু) শুনি সাধুমুখে, পাপী যদি ডাকে,
"কোথা দয়াময়" বলে ; তারে দাও দরশন,
কাঙ্গাল স্মরণ, ত্যজনা পাতকী বলে।

মিল।

আমি আছি বড় (বড) আশা করে, তোমার
নামের গুণের যাব তরে হে।

(মধুকানের সুর—তাল তেতালা।)

এস হে হৃদযাসনে,
হৃদয়ের ধন তুমি, বাঁচি না তোমা-বিহনে।
তোমার বিরহানলে, দিবানিশি প্রাণ জ্বলে,
পারি না নয়নের জলে, নিবারিতে সে আগুনে।
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, দেখেছি যে প্রাণে প্রাণে;
তব প্রেমমুখ-জ্যোতি, ভুলিব না এ জীবনে।
প্রেমের ভিখারী হযে, আছি আশাপথ চেযে;
তৃষিত চাতক আমি, বাঁচাও হে প্রেম-সিঞ্চনে।

(রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।)

ওপদে বঞ্চিত নাথ, করোনা আমায;
এসেছি সকল ছেড়ে, তোমারি আশায।
কৃপার ভিখারী হয়ে, আছি আশা-পথ চেয়ে;
কে আছে সংসারে পাপীর মুখপানে চায়?
বড় সাধ আছে মনে, লযে তোমায় হৃদাসনে,
কাটাবো জীবন নাথ তোমারি সেবায়;—
জীবলীলা সাঙ্গ হলে, স্থান দিবে ঐ চরণতলে;
নিরখি ও মুখ, প্রাণ দিব হে তোমায়।

রাগিণী টোরী—তাল চৌতাল।

ধন্য ধন্য তুমি বরণ্য, নমি হে জগত-বন্দন।
প্রণত জনে কৃপাবিধানে ঘুচাও কলুষ-বন্ধন।
সত্য, সার, নির্ব্বিকার, সৃজন-পালন-কারণ ;
জীবনে মরণে শ্মশানে ভবনে, জগতের অবলম্বন।
পূর্ণ পরম, অনাদি চরম, অনন্ত জ্ঞান-নয়ন ;
ওতপ্রোত তোমাতে চিত, জগত-চিত্তরঞ্জন।
অযাচিত দয়ার সিন্ধু, দুঃখ-দারিদ্র্য-ভঞ্জন ;
পবিত্র পাপনাশন, পতিত জন-পাবন।

(রাগিণী মূলতান—আড়াঠেকা।)

দেখহে জীবন-সখা, জীবন গেল বিফলে ;
দয়াকর দীনবন্ধু দীনহীন সন্তান বলে।
নাহি জ্ঞান, নাহি প্রীতি, অবিশ্বাসী এ দুর্ম্মতি ;
সকল সম্বল নাথ, হারায়েছি কর্ম্মফলে।
যখন বিরলে বসি, স্মরি নিজ পাপরাশি,
নয়নের জলে ভাসি, প্রাণ দহে শোকানলে !
হইয়াছে যা হবার, তুমি ভরসা আমার ;
করি শুদ্ধ অনির্ব্বেদা, স্থান দিও ঐ চরণ তলে।

রাগিণী—তাল।

কবে আমার সুদিন হবে,
সে আনন্দ-ধামে যাব,
মোহ-পাপ ভার ঘুচিবে আমার
আনন্দ-রূপ দেখতে পাব।
হৃদাসনে রাখি করবো গুণগান;
সাধু সহবাসে প্রাণের হরষে
প্রেমানন্দ-সুধা খাব।
সে অরূপ রূপ হেরিব নয়নে,
শ্রীমুখের বাণী, শুনিব শ্রবণে,
সফল হইবে মানব জীবন,
কবে নব জীবন পাব।
লুঠাইব সদা সেই পদতলে,
নাচিব গাইব "জয় ব্রহ্ম!" বলে,
ব্রহ্মানন্দ-রসে মনের উল্লাসে
দিবানিশি মগ্ন রব।
ব্রহ্ম পদে করি আত্মসমর্পণ,
ক্রীতদাস হয়ে সেবিব চরণ,
ভুলিয়া আপনে, নরনারীগণ
প্রেম-নয়নে নিরখিব।

বাউলের—সুর।

ওহে অধমতারণ কাঙ্গালশরণ-পতিতপাবন হরি ;
এই দীনের প্রতি দীনদয়াময়, চাওহে দয়া করি।
শুনি সাধু মুখে, তোমায় যে জন ডাকে,
তুমি কৃপা করে দাও হে তারে অভয় চরণতরী।
আমি ভব-সাগবে, পড়ে অন্ধকারে,
প্রভু তরঙ্গ-তুফানে আমায উঠাও কেশে ধরি।
তোমার কৃপাবলে, পাপী উদ্ধারিলে,
বলব "জয় দয়াময় জয দযামব, অকূলের কাণ্ডারি !"

রাগিণী-মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

এস এস এস সবে, আজি এই মহোৎসবে,
গাওরে মঙ্গল গীত, গাওরে মধুর রবে।"
আজি বহুদিনেব পরে, গাও সবে সমস্বরে
জগদানন্দের যশ "জয় জগদীশ!" রবে।
যে আনন্দ-সমাচাব, বাযু বহে অনিবার,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম দেশে দেশে গাযরে ;
যাব সে আনন্দপুরে, পূর্ণানন্দ রূপ হেরে
জগত করিব পূর্ণ আনন্দের কলরবে।
বনের বিহঙ্গ প্রায, ভাই ভগ্নী সমূদয়,
আমরা অনেক স্থানে সম্বৎসর রই হে ;

আজি এই শুভক্ষণে, এক প্রাণে এক তানে,
করি ব্রহ্মনাম-গান, এমন দিন আর কবে হবে?
কপটতা পরিহরি, আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি,
দূর করি বিষযের ভাবনা অসার হে;
আজি দেহ-মন প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান,
ব্রহ্মানন্দ-সুধাপানে, জীবন পবিত্র হবে।

রাগিণী পিলু—তাল ঝাঁপতাল।

এমন সুন্দর ক'রে, কেন তোরে নিরমিল,
কেন ভালবাসি তোরে, শুরে শিশু বল বল?
ফুটন্ত ফুলের মত, হাসিতেছ অবিরত;
এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছ আলো।
শিশুরে তোর কচি মুখে, তোমার ঐ সরল চোকে
এমন স্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল?
আধ আধ কথা কও, মনপ্রাণ কেড়ে লও;
এ সুন্দর দেবভাষা কে তোমারে শিখাইল?
এমন কৌশল করে, ভুলাতে পাষাণ নরে,
তোমার জীবনে কেরে স্বর্গমর্ত্ত্য মিশাইল?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য সে জগৎ-জননী;
স্মরিতে তাঁহার প্রেম, নয়নে উথলে জল।

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

এস এস এস আজি, শুভদিনে শুভক্ষণে,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি, মিলে সব বন্ধুগণে।
আর কি বিলম্ব সয, হেরিতে সে পুণ্যালয,
পূজিব যেখানে সবে নিত্য সত্য সনাতনে ?
হইবে সত্যের জয, ইথে আর কি সংশয,
তবে আর কেন ভয, চাহি আপনার পানে ?
"পঙ্গুতে লঙ্ঘযে গিরি," এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আযোজন, সঁপি দেহ প্রাণমন,
বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান-ধন, শুভ সংকল্প সাধনে ;
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্ম মন্দির উঠাও হে উঠাও গগনে।
ঐ পুণ্য-নিকেতনে, দেখিব প্রেম-নযনে,
সংসারে স্বর্গের শোভা বড আশা আছে মনে ;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কার্য্য নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা

এক হলো জননি ; আমার করুণা
কর মা করুণা-রূপিণি ॥

অজ্ঞান-আঁধারে স্বার্থের ছলনে,
প্রবেশিলাম বিষম বিষয়-বিষ-বনে ;
আমার শয়নে স্বপনে, বিষে দহে প্রাণ,
কিবা দিবা রজনী !

(মাগো) তোমার প্রেমরাজ্যে, তোমার প্রেম-কার্য্যে,
এসেছিলেম আমি দুরাশয় ; আমার সঙ্গের
সম্বল, যত ধন ছিল, কুকর্ম্মে খোয়ালেম সমুদয় ;—
পুণ্যক্ষেত্রে এসে আমি হতভাগ্য, আজীবন শুধু
করলেম পাপযজ্ঞ, দুঃখের অনলে, দহিলেম
সকলে, এখন জ্বলে মরি আপনি।

আমার রিপু ছয়জনা, দিল কুমন্ত্রণা, এযন্ত্রণা
যাতে ঘটেছে ; তারা মায়াবী দুর্জ্জন, হাসিছে এখন,
আমারে নিধন করেছে,—অসহায় হয়ে
সংসার-মাঝারে, কাতর প্রাণে ওমা ডাকিগো
তোমারে, করুণা কটাক্ষে এদাসেরে রক্ষে কর
দুঃখ হারিণি।

(বাউলের সুর)

আমায় কাঙাল বলে দয়া কর, হে ভব-কাণ্ডারি,
তুমি অধমতারণ, নিলেম শরণ, দাও হে চরণ-তরী।
আমার প্রাণের ব্যথা, মনের সকল কথা,
তুমি হৃদয়-মাঝে থেকে জান হৃদয়-বিহারি।
আমি এ সংসারে পড়ে অন্ধকারে,

(প্রভু) দেখিতে না পাই তোমারে, কি করি, কি করি।
আমি দীন হীন, তুমি সকল জান,
আমি আর কিছু ধন চাইনা, তোমার প্রেমের ভিখারী।
যাবে সকল দুখ, তোমার প্রেমমুখ
আমি দিবানিশি অনিমেষে দেখবো নয়ন ভরি।

(কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।)

(আমার) হৃদয়ের কথা, প্রাণের বারতা,
শোন শোন প্রেমময়;
(আমি) তোমার লাগিয়া, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া,
জীবন করিব ক্ষয়।
(দীন হীন কাঙ্গালের বেশে)
(নাথ) তব প্রেমবারি, চাহিতে কি পারি,
অধম পামর অতি ?
(কর) এই আশীর্ব্বাদ, ওহে প্রাণনাথ,
তোমাতেই থাকে মতি।
(আমি আর কিছু ধন চাই না হে নাথ)
(ওহে) নিজ গুণে নাথ, মোরে পিপাসিত,
করেছ, করেছ তুমি;
(যখন) সেই পিপাসায় প্রাণ ফেটে যায়,
বড সুখে সুখী আমি।
(তুমি সকলি জান।)

৮ (জানি) প্রেমিক যে হয, ওহে প্রেমময,
যোগানন্দ রস পিযে ;
(সে যে) পরম পুলকে, নাচে গায সুখে
তোমারে হৃদযে লযে।
(সে যে আব কিছু ধন চায না হে নাথ)
(আমি) অভক্ত দুর্জ্জন, প্রেম কিবা ধন,
জানিনা পাষাণ হিয়ে ;
(কেবল) শ্রীমুখ দেখেছি, অভয পেযেছি,
আছি আশাপথ চেযে।
(তৃষিত চাতকেব মত,)
(আমি) তোমাব লাগিযা, কাঁদিযা কাঁদিয়া,
যদি প্রাণ দিতে পাবি,
(আমি) সেই ভাগ্য মানি, ওহে প্রেমমণি,
যাই গুণ বলিহারি।
(পাপীর আব কি সাধ আছে ?)
(আমি) হৃদয-শোণিতে, নযন-বারিতে,
ধোযাবো চবণতল ,
(আমার) বাসনা পূরিবে, দুঃখ দূরে যাবে,
জনম হবে সফল।
(সে দিন আমাব কবে হবে।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমানন্দী।

এক আজব সহর দেহের ভিতরে;
(তথায়) কত দেশের কত ভাবের মানুষ বসত করে!
শিরায় শিরায় রক্ত চলে যেমন কলের জল,
সহর করতেছে শীতল, কিবা মিউনিসিপ্যাল
বন্দোবস্ত, মলা নর্দ্দমাতে সবে।
দুই ঘরেতে গ্যাসের আলো, আয়না-মহল ঘর,
করে আলোকময় সহর; আছে নীচে দুটো রেলের গাড়ী;
ঐ সহর মাথায় করে।
মাঝখানেতে বড় বাজার, গলি বহুতর,
তাতে গণ্ডগোল বিস্তর, হচ্ছে আমদানি রপ্তানি যত
মহাজনের ঘরে।
ঊর্দ্ধে আছে কেল্লা তাতে পাথরের প্রাচীর,
নয় সে সহরের বাহির; তাতে জ্ঞানচন্দ্র
সেনাপতি, ফিরে মন-ঘোড়াতে চড়ে।
গোটা কত দস্যু আছে কাম-ক্রোধাদি, সে সব
পুরাণা কয়েদী, তারা মোহ-অন্ধকার-রেতে,
(পথে) বদমায়েসি করে।

শম, দম, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা যত,
এরা ধর্ম্মেতে বত : এসব সাধুর সঙ্গ পেলে পরে,
কোন ভয নাই সহবে।

ইচ্ছা বাণীব বাজ্য সেথা, এমন তাব বিধি,
নেইকো রাজ-প্রতিনিধি , রাণী খাস কামরায বসে নিজে
বাজ্য শাসন কবে।

বিবেক নামে বিচাবপতি পূব এজলাসে,
আছে হাইকোর্টে বসে , (সে যে) আদালত
ফৌজদাবী আদি সকল বিচাব কবে।

প্রেমানন্দ সেই সহবে গিযাছিল ভাই,
এমন কোথাও দেখি নাই , এক আলোক-
মানুষ বিবাজ কবে প্রতি ঘবে ঘবে।

দেখেছি রূপ-সাগবে মনেব মানুষ কাঁচা সোণা ,
তাবে ধরি ধবি মনে করি,
ধবতে গেলেম, আব পেলেমনা।
বহু দিন ভাব-তবঙ্গে, ভেসেছি কতই বঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখাশুনা ,
তাবে আমার আমাব মনে কবি,
আমাব হয়ে আর হলো না।
সে মানুষ চেযে চেযে, ফিব্‌তেছি পাগল হয়ে,
মরমে জ্বলছে আগুন, আর নিবে না ;

আমায বলে বলুক লোকে মন্দ,
বিবহে তাব প্রাণ বাঁচে না।
প্রেমানন্দ, ভেবোনাবে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে ;
বিরলে বসে কব যোগসাধনা ,
একবাব ধব্‌তে পেলে মনের মানুষ,
ছেড়ে যেতে আব দিওনা।

আজ আমাব প্রেমসাগবে জীবন-তবী ডুবে গেছে ;
এ তবী ভাস্‌বে না আব, ভাস্‌বে না আর,
মাল-কোঠাতে জল উঠেছে।
ডুবেছে জীবন-তবী, উঠেছে তুফান ভারি,
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপিতেছে ,
ভয পেযে জ্ঞান-কাণ্ডাবী, দশজন দাঁড়ী
অবাক্ হযে বসে আছে।
যা কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেসে গেল,
এ তবী বক্ষা কবে (এমন) কে আব আছে ?
আমার সঙ্গে ছিল ছযটা চাকব,
সাঁতার দিযে পালিয়েছে।
প্রেমানন্দেব ভাল হলো, মনরে তোর ভাগ্য ভাল,
আব কেন হাবাব মত ভাবিস মিছে ?
এখন ঝাঁপ দিযে পড়্ গুরু বলে,
যা হবার তা হযে গেছে।

প্রেম-নদীতে দিযেছি সাঁতাব ;
এখন দেখিনাকো কূল-কিনার।
আমি মাঝ্ গাঙ্গেতে পড়েছি এসে,
আমার ঝুলি, বসন যা ছিল, সব গিযেছে ভেসে ;
আমি এম্‌নি বেশে গৃহবাসে, ফিব্‌তে যে পারিনে আর।
আমি নদীব কূলে আলোক দেখেছি,
আমি আলোক-ধামে যাবো বলে সাঁতাব দিযেছি ;
এখন হাবুডুবু খেযে মরি, কূল না পেলে বাঁচা ভাব।
প্রেমামানন্দ বলে,—আমার মন,
আছে আলোক-ধামে মনেব মানুষ অমূল্য রতন ;
একবার প্রাণটী ভরে ডাক তাবে, কটাক্ষে সে করবে পার।

মনেব দুখ বলবো আর কারে ?
আমায পাগল বলে সংসাবে।
(মিছে পাগল বলে আমারে।)
(ওবে) প্রাণেব মাঝে পাগল যে জন হয,
সে যে ভুলে যায এই ভবের খেলা, কথা মিথ্যা নয,
সে যে হাসে খেলে নাচে কাঁদে, নযনে ধারা পড়ে।
প্রেমানন্দ বলে, পাগল নই, (কেবল) ব্যথার
ব্যথী পেলে দুটো মনের কথা কই ; আমায
এই জন্যে কি পাগল বল, বল্লি এক কথা বারে বারে ?

আমি নয়ন মুদে যেরূপ দেখতে পাই,
আমি চোক্ মেলে তা পাই নাকো, তাই
পাগল হতে চাই ; আমি পাগল হলে
প্রাণটা খুলে, ডেকে নিতেম তাহারে।

আমি অপরূপ রূপ দেখেছি, রূপ-সাগরের পারে ;
ঐ ভুবনমোহন রূপে পাগল করেছে আমারে!
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে না ;
আমি আর যাবো না,আর যাবো না,আর যাবো না ঘরে।
আমি কাঙাল-বেশে, ঘুরে দেশে দেশে,
এই প্রেম-নগরে এসে শেষে পেয়েছি তাহারে।
প্রেমানন্দ বলে, ভেসে নয়নজলে ;
অমি প্রাণারামে রাখবো ভবে প্রাণের মাঝারে।

বুঝি ভবে এসে কুবাতাসে (হায় হায়!) ডুবলো ভরা ;
একে ক্ষুদ্র তরী,তুফান ভারি, ভেবে ভেবে হলেম সারা!
আমার পারের সহায় বন্ধু যে ছিল,
সে যে আমার দোষে নেশার বশে ঘুমিয়ে রইলো,
এখন হাবুডুবু খেয়ে মরি, দেখিনাকো কুল কিনারা।
হলো চারি দিকে মেঘের ঘটা ঘোর,
(তাতে) ভাঙ্গা নায়ের ভাঙ্গা বৈঠা, হালে নেইকো জোর,
আমায় একা ফেলে গেল চলে,সাঁথের সাথী ছিল যারা।

প্রেমানন্দের কথা শোন্‌রে মন,
(যে জন) পারের কর্ত্তা, ডাক তাঁরে মুদে দুনয়ন,
তরী আপনি যাবে ভবের কূলে,ঐ নামে কেউ যায় না মারা।

(আমার) সার হলো এ ভবে এসে (কেবল) কৌপ্নি পরা ;
(আমার)প্রাণের মাঝে প্রাণের মানুষ,ধরতে গেলে দেয় না ধরা !
আমি যার জন্যেতে হলেম উদাসীন,
আমি আর কিছু ধন চাই না, কেবল তারি প্রেমাধীন,
আমি তারে ছেড়ে এ সংসারে, হয়ে আছি জ্যান্তে মরা !
আমার প্রাণের মাঝে এসে যে ছিল,
আমি বল্‌তে নারি কিবা রূপের আলো দেখালো,
আমি আঁধার ঘরে কেঁদে মরি,হারায়ে সে নয়ন-তারা ॥
আমার প্রাণের মাণিক কোথা লুকালো,
আমি কি সাধনে সে রতনে পাব, তাই বল ?
(প্রেমানন্দ) বলে, নয়নজলে, কেঁদে কেঁদে ভাসাও ধরা।

ভাল একরঙ্গ ভূমি এ সংসার ;
এতে দেখছি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমিদার, কাল ভিক্ষা-পাত্র সার,
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার ;
আবার এই কান্না এই হাসি, (লোকের) তবু এত অহঙ্কার।

এযে সব দৃশ্য মনোহর, থাকবে না দুই দণ্ড পর,
যত গীত, বাদ্য, রং তামাসা সুখের আড়ম্বর,
যখন সময় হবে,সব ফুরাবে,(তখন) দেখবে কেবল অন্ধকার!
প্রেমানন্দ বলে শোন্‌রে মন,পেয়েছিস ভাল আয়োজন,
তুমি সাবধানে খেলো খেলা করিয়ে যতন ;
নৈলে পট-ক্ষেপণ হলে পরে,(পাবে) অনুযোগ আর তিরস্কার।

ওরে অবোধ মন আমার ;
প্রেম-ধামের পথে বসে, ভাবছ কিরে আর ?
খেলে অসার ধূলখেলা,ক্রমে হলো অনেক বেলা,
দিন গেলে সন্ধ্যা হলে, হবে রে আঁধার ; সম্মুখে
তোর আশা-নদী, তাতে দিতে হয় সাঁতার।
একবার যদি যতন করে, যেতে পারিস প্রেমনগরে,
দেখবিরে তুই নয়ন ভরে, শোভা চমৎকার , দিবানিশি
মিলে সেথা আনন্দ বাজার।
প্রেমনগরের কর্ত্তা যেজন, করে সে যে প্রেমের দাদন,
প্রেমানন্দ কাঙাল বেশে; থাকবেনারে আর ,
বিনা মূলে বেচব জিনিশ (হবে) শত গুণ ব্যাপার।

আমার-নয়নমণি, নয়ন পানে চেয়েছে ;
উহার রূপেতে ভুবন আলো করেছে।

কিবা অপরূপ মরি মরি, নয়ন ফিরা'তে নারি,
সহচরি গো , আমার অন্তরে পরশমণি লেগেছে।
আমি ঐ রূপ আর ভুলবো না, আর ঘরে রবো না,—
আমার নিবান প্রাণের আগুন, আজ হতে
জ্বলছে দ্বিগুণ, সহচরি গো , যে সে কটাক্ষে
আমায় পাগল করেছে।

যোগী সাজায়ে দে, আজ আমারে ,
(আমার) মন মানে না প্রাণ মানে না,
থাকবো না আর এসংসারে।
ভাল করে মুড়িয়ে মাথা ; (আমার)অঙ্গে দে রে ছেঁড়া কাঁথা ,
ও পাপ সংসারের কথা, ঐ কথা আর বলোনা রে।
(মেখে) বৈরাগ্য-বিভূতি অঙ্গে,
(আমায) প্রেমের ঝুলি দে রে সঙ্গে ;
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, মেগে খাবো ঘরে ঘরে।
যার জন্যেতে প্রাণ উদাসী, (হবো) তারি তরে বনবাসী ,
(আমার) প্রাণের মানুষ হারিয়ে গেছে,
প্রাণের ব্যথা বলবো কারে।

মনরে বিলাতে যাবি ,
তুই কি সাধ করেছিস, সাহেব হবি ?

"সাত সমুদ্র তের নদী", পার হতে মন পারিস যদি ; *
তোরে যা বলি তাই করিস,নৈলে বৃথা কুল-মান খোয়াবি।
পরীক্ষা তোর পদে পদে, কখন বা পড়িস বিপদে ;
(ওরে) তত্ত্বজ্ঞানটী সাধন হলে,ব্যারিষ্টারের সনদ পাবি।
পাপপুণ্যে দ্বন্দ্ব অতি, (করিস) বিবেকের বিচারপতি ;
(কেবল) বৈরাগ্যটী বায়না নিয়ে হুজুরে বক্তৃতা দিবি।
কি খাবি বিলাতে যেয়ে, প্রেমানন্দ দিবে ক'য়ে ;
(ওরে)অহঙ্কার-বলদের মাথা, প্রেমের তেলে ভেজে খাবি।

মনরে, তোমায় বিছে কত ;
আমি দেখে শুনে বুঝলেম না তো।
প্রবেশিকার কালে রে মন, ছিলি দিব্য ফুলের মত ;
শেষে অল্পকালে বিয়ে হয়ে, একেবারে হলি হত।
সাহিত্য কি গণিতাদি, বাল্যকালের পাঠ্য যত,
ঐ সব পড়া বিদ্যে ছেড়ে দিয়ে, ব্রহ্ম বিদ্যায় হওরে রত।
শ্রীগৌরাঙ্গের দেশে গিয়ে শাস্ত্রতন্ত্র পড় যত ;
প্রেমানন্দ বলে, তাতে পরমার্থ পাবে নাতো। *

তোর নাম কিরে কাঁচা সোণা ?
তুই যে অষ্টধাতু রাং মিশানা।
সোণা কিরে শক্ত এত,ভক্তি-সোহাগায় গলে না ?
একবার বিশ্বাসের আগুনে পড়ে, ব্রহ্মাগ্নিতে গলে যানা !

* শ্রী সৌভাগ্য, গৌরাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ।

তামা-কাঁসার মিছে আশা, সোণার রং ত জ্বলে যায় না;
(আছে) মৃত্যুশয্যা কষ্টি-পাথর, ঘষ্‌লে পরে যাবে জানা।
প্রেমানন্দে বলে ও মন, জাতের বিচার আর করো না;
যত ধর্ম্মপথের যাত্রী, তাদের নূপুর হযে লেগে রওনা।

থাকবেনা আর জমিদারি,
আমি ঐ ভাবনা ভেবে মরি।
পাঁচ গ্রামেতে দশজনাকে করেছিলেম পাটোযারি,
(তারা) হুকুম তামিল করে না কো, করতে চায় কেবল বাটপাড়ি।
অশাসনে প্রজাগুলি হয়ে গেছে স্বেচ্ছাচারী;
(তারা) হাল বকেয়া খাজনা দেয়না, করছে কেবল জুয়াচুরি।
ছয়জনা ইযারের সঙ্গে রঙ্গ করলেম দিন দুই চারি,
আমি সদর মফঃস্বলের খবর নিলেম নাকো হেলা করি।
মনা বেটা নাযেব ছিল, তবিল ভেঙ্গে করলো চুরি;
সে যে আপন জামিন আপনি ছিল, বল তারে আর কি করি?
লাঠের কিস্তি নিকট হলো, কালের হাতে কালেক্টরি,
কেবল বিত্ত নিলাম করবে না কো মারবে পিঠে বেতের বাড়ি।
প্রেমানন্দ বলে আছেন রাজার রাজা দয়াল হরি,
(ও) তাঁর দোহাই দিয়ে পড়ে থেকো, রক্ষা করবেন দীন-কাণ্ডারী।

(ওমন) ত্যজ মিছে মায়া,
একদিন ভগ্ন কুম্ভসম পড়ে থাকবে তোমার কায়া।
কেবা তোমাব পিতামাতা, কেবা পুত্র জায়া?
(ওরে) বস্তু ব্রহ্মময়ীর চবণ, এ সব কেবল ছায়া।
সে ধন যে জন সাধন কবে, পায সে মোক্ষ-পায়া।
যদি ভব-বন্ধন মুক্ত হবে, ভাব সে অভয়া।
প্রেমানন্দ কেঁদে বলে, (ওমা) মঙ্গল আলয়া
আমি অন্ধকাবে মবি ঘুবে। আমায কর দয়া।

কাজ নাই আমার গৃহ বাসে,
আমি সব খোয়ালেম ঘবে বসে।
মাতা আমাব মহামায়া, পিতা আছেন নিরুদ্দেশে;
(ঘবে) কুচিন্তা কুটিলা জায়া, খেটে মবি তারি বশে।
যা হবার তা হয়ে গেছে,শোন্‌রে ওমন সর্ব্বনেশে,
এখন বৈরাগ্য-বিভূতি মেখে, গুরু বলে চল্‌ বিদেশে।
প্রেমানন্দের ভাবনা কিরে,চল্‌ যাই একবার ভক্তির দেশে;
যদি প্রেমের ঘাটে ডুবতে পারিস,মনের মানুষ মিলবে শেষে।

সেই,এক দিন আমি দেখেছি তারে,
যে দিন হৃদয়-পুরে বসেছিলেম, ঐ আশা নদীর পারে।
আড্‌ নয়নে দূবে থেকে দেখেছি যেরূপ,সে যে অতি অপরূপ;
জিনি কোটি চন্দ্র মুখের শোভা, কত শান্তি-সুধা ক্ষরে।

কৃপা-কল্পতরু তলে মিলে সখাগণ, সবাই করিছে রমণ ;
(দেখলেম) তার মাঝেতে সে ত্রিভঙ্গ,(আহা) কত রঙ্গ করে !
প্রেমানন্দ বলে চল হৃদয়পুরে যাই,যদি সেরূপ দেখতে পাই ;
রাখবো প্রাণ-পুত্তলি ক'রে তারে, (এই) প্রাণের মাঝারে।

অনর্থক অবোধ গোল করোনা ;
কিসের ক্ষুধা কিসের তৃষ্ণা শোনরে মনা ?
(ওরে) হলে ক্ষুধা-জ্ঞান, শোনরে অজ্ঞান,
জ্ঞান-কুণ্ডে কেন স্নান কর না ,
(হলি) ক্ষুধায় অবশ, এ কিরে অলস,
তত্ত্ব ফলটি কেন পেড়ে খানা ?
(এই) ভবের বাগান, বড় সুখের স্থান,
প্রেমানন্দ তবু ভেবে বাঁচনা ,
(তুলে) ভক্তি-পদ্মফুল, শোনরে বাতুল,
শান্তি-সুধা কেন পান কর না ?
পিতার কত ধন, জানিস নারে মন,
চক্ষু থাক্‌তে বুঝি হলি কানা ?
কত সদাব্রত তাঁর, সদা মুক্ত-দ্বার,
তবু অনাহার, (ধিক্) মরে যা'না !

ভোলা মনরে আমার, ভোলা মন রে ,
ভবের কাণ্ডারী হরি জানলিনে কেমন।

যে জন্যে ভবে এলি, সে কথা ভুলে রলি,
কি করতে কি করিলি, ভাবলিনে কখন রে ;
(কখন)মাটীর দেহ হবে মাটি,(ওমন)এই কথাটা জেনো খাঁটি,
শেষের সম্বল কেবল সেই হরির চরণ।
সে হরি সঙ্গে থাকে, চোকে না দেখি তাকে,
প্রাণেতে যে জন ডাকে, পায় সে দরশন রে,
(ওরে) যার হুকুমে পবন চলে, মাটি ফেটে সোণা ফলে,
জলেতে আগুন জ্বলে, সেই হরি সে জন।
যাগ যজ্ঞ, বলী ব্রত, মন আমার কচ্ছো যত,
সে হরি মানুষ নয়তো, করবেনা গ্রহণ রে ;
প্রেমানন্দ বলে মনা, তুই সাধু জনার সঙ্গ নেনা,
প্রেমের সাধনা, বিনা মিলে না সে ধন।

মন রে তোর ভ্রম গেল না ;
তুই আসল কথা কি বুঝলি না।
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি, জেনেও কি তাই জাননা ?
তুমি জেগে স্বপন দেখ্ছো রে মন,এই কি রে তোর বিবেচনা।
শাস্ত্র-বাক্যে নেইকো ঐক্য,মোক্ষফল তাতে পাবেনা ;
একবার হৃদ-কুটীরে আলো করে,মনের মানুষ খুঁজে নেনা।
মক্কা কাশী বৃন্দাবনে বিরাজ করে একই জনা ;
কাজ কি তোর তীর্থবাসে, ঘরে বসে কর্‌গে রে
তার উপাসনা।

এক দিন যে দেখেছে সেই অরূপরূপ কাঁচা সোনা ;
তার চিত্ত পটে লেগে আছে, নয়নে আছে নিশানা।
ভক্তি-নদীর উপকূলে, বসে কর যোগ-সাধনা ;
পেলে সেই ব্রহ্মানন্দ, যাবে সন্দ, চক্ষু পাবে অন্ধ জনা।
দিনে দিনে দিন গেল মন, এমন দিনতো আর পাবে না ;
প্রেমানন্দ বলে, থাক্‌তে সময়, সাধু জনার সঙ্গত নেনা।

আমার মন নেশার বসে, হারিয়ে দিশে,
আসল কথা বুঝিলি নারে।
জান্‌লিনে পরমার্থ, আত্মতত্ত্ব
মত্ত আছ অহঙ্কারে ;
ভাব তাই, তোমার মতন, মানুষ-রতন,
কেউ বুঝি নাই এ সংসারে।
থাক্‌বেনা দুনিয়াদারি, বাহাদুরি,
দিন দুচারি গেলে পরে ;
মনরে তোর টাকাকড়ি, জমিদারি,
হাকিম-গিরি থাক্‌বে নারে।
জন্মেছ উচ্চ কুলে, আছ ফুলে,
বিষম ভুলে আছ পড়ে ,
দেখ সব ক্ষুদ্র লোকে, ঘৃণার চোকে
ডেকে কথা বলনারে।

এই কি তোর বিবেচনা, শোন্ রে মনা,
"পর" ভাবনা আপন ঘরে ;
যারা তোর পিতার ছেলে, প্রেমা বলে,
তাদের তুই চিন্‌লি নারে।
যিনি এই জগৎ পিতা, প্রেমদাতা,
প্রেম বিলাচ্ছেন ঘরে ঘরে ;
থাক্‌বে না ভদ্রাভদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র
বামন-শূদ্র তাঁর বিচারে।
চেয়ে দ্যাখ্,—রক্ত মাংস অস্থি-চর্ম্ম
সকল সমান সব শরীরে,
বিধাতার বিধি এমন, তপন, পবন
সমান সুযোগ দেয় সবারে।
যে আপন কর্ম্মগুণে, ধর্ম্মজ্ঞানে,
বড় হয় রে এ সংসারে ;
তারেই মন আদর কর, শিরে ধর,
জেতের বিচার করোনারে।

সম্পূর্ণ।